বঙ্গসাহিত্যাদর্শ।

বাঙ্গালাভাষাতত্ত্ব-অলঙ্কার।

শ্রীরমাপতি কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ।

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—
বি,এ, এম, ডি, মহোদয়-লিখিত-বিবরণ-সম্বলিত।

চারুপ্রেস
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
মজিলপুর
সন১৩১৯।

মূল্য ৷৷০ আটআনা।

বিবরণ।

অধুনা বঙ্গভাষার লিখন ও পঠন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রচলিত হইয়াছে. বঙ্গভাষায় লিখিত অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। বঙ্গভাষায় পাঠোপযোগী পুস্তক নাই বলিয়া দুঃখ করিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে এক্ষণে বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হওয়ায় আমাদের মাতৃভাষা কেবল উপন্যাসের ভাষা নহে; সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক আমাদের মাতৃভাষাকে ক্রমে গৌরবান্বিত করিতেছে। বঙ্গভাষা পাঠকের সংখ্যাও অল্প নহে। গ্রন্থকার পুস্তক লিখিয়া পাঠকের অসদ্ভাব অনুভব করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষা সমূহে ও বঙ্গভাষা আসন লাভ করিয়াছে; সুতরাং বলিতে গেলে এক্ষণে বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে বলিতে হয়। এ সকল আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সময়ে আমাদিগকে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে কোন জাতীয় ভাষা গঠিত হইতে পারে, কিনা বলিতে পারি না; কিন্তু কোন গঠিত ভাষার উত্তাল তরঙ্গ সংযত রাখিতে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্ববাদী সম্মত।

কবিতা লিখিবার সময় ছন্দের দোষ, গুণ কবি সহজেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যেসকল নিয়ম জানা থাকিলে রসাত্মক বাক্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় সেই সকল নিয়মের অনুশীলন ভাষার উন্নতি সাধনে কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারেনা, বাল্মীকিররামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত ছন্দের নিয়ম অনুধাবন করিয়া লিখিত হয় নাই সত্য, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র ঐ সকল মহাকবির গ্রন্থাবলীর দোষ, গুণ সমালোচনা করিয়া লিখিত হইয়াছে। ব্যাস বাল্মীকি পৃথিবীতে সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের লিখনভঙ্গী অনুধাবন করিয়া কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিলে পরবর্ত্তী লেখক অনেক সাহায্য লাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পদ্য সম্বন্ধে যে নিয়মের কথা বলিলাম গদ্যেও সেই নিয়ম সম্ভবমত অক্ষুন্ন রাখিলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সুবিধা হইবে।

সংস্কৃত ভাষা, বঙ্গভাষার জননী। সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্র বঙ্গভাষা বিচারে কতদূর যোগ্য তাহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। সংস্কৃত শাস্ত্রে যেসকল বিষয়ের উল্লেখনাই কিন্তু অন্যভাষায় তাহা ব্যবহৃত হয়, তদ্দ্বারা বঙ্গভাষার কলেবর অলঙ্কৃত করিব না এরূপ মনে করা অন্যায় বটে, কিন্তু নিজ নিজ ইচ্ছানুরূপ গঠিত ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বৈদেশিক সম্পত্তি নিজস্ব করিতে পারিলে লাভবান্ হইব নিশ্চয়; কিন্তু পরদ্রব্যে লোভ করিয়া নিজস্বটুকু পরিত্যাগ করা কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই নিজস্ব রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকরণের নিয়ম সঙ্গমত অনুসরণ করিতে হইবে। অলঙ্কার শাস্ত্র এই বিদ্যার অন্তর্গত, বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা অতি অল্পই বলিতে হইবে। ভারতচন্দ্র বহুপ্রকার ছন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনার বোধহয় তিনিই পথপ্রদর্শক, পরে বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিত হইলে উহার একঅধ্যায়ে অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচিত হইত। শ্যামাচরণ ও লোহারাম কৃত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে এইরূপে অলঙ্কার শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু মোদকের বাঙ্গালা ব্যাকরণে ইহার আলোচনা দৃষ্টহয়। লালমোহন বিদ্যানিধি কৃত কাব্যনির্ণয় গ্রন্থ এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের ভূমিকায় ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। "স্থললোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থে গ্রন্থকার খ্যাতনামা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের ভাষা সমালোচনা করিয়াছেন। অধুনা "বঙ্গসাহিত্যাদর্শ" বা বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব অলঙ্কার গ্রন্থ দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে কাব্যনির্ণয় দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার ও ছন্দ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থকার খ্যাতনামা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতার পদ্যানুবাদ করিয়া উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বহড়ু ইংরাজী বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতেছেন। এই গ্রন্থ তাঁহার আদ্যাকৃতি। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির বঙ্গভাষা আলোচনা বিশেষ আশাপ্রদ বলিতে হইবে।

 ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য।

মহামহিম জর্জ্জ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন——

মহাশয়

আপনার প্রদত্ত "বঙ্গসাহিত্যাদর্শ" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি; এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। তাহাতে দেখিলাম অলঙ্কারের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারের পদ্ধতি এই পুস্তকে অতি সরল-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গ পাঠার্থীর উপকারে লাগিবে, এবং বঙ্গ সাহিত্য সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হইবে। ইতি

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
১৮ই পৌষ, ১৩১৯।

আপনারই
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ কাল কবিতা প্রসবে বরাহীবৎ। রকম বেরকমের কবিতা হইতেছে। অনেকের কবিতায় ও কাব্যের ছন্দোবন্ধে রস বিকাশে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এহেন সময়ে আলোচ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে ছন্দ, রস, ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইয়াছে। কোথায় কি ভাবে, কি রসে, কি ছন্দে, কি ভাষায় কি দোষ কি গুণ, আলোচ্য "বঙ্গ সাহিত্যাদর্শ ভাষাতত্ত্ব অলঙ্কার" গ্রন্থে দৃষ্টান্তসহ তাহা দেখা যায় দৃষ্টান্তগুলি যোগ্যহইয়াছে বটে, কিন্তু আধুনিক নামজাদা হামবড়া কবিদিগের কবিতা বা কাব্য হইতে দোষগুলি দেখাইলে রচনাক্ষেত্রে শাসন দণ্ডনীতি প্রসারিত হইতে পারিত। যাহাদের কাব্যরসে প্রবৃত্তি আছে তাঁহাদের এ গ্রন্থ পড়িয়া রাখা উচিত। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে, আধুনিক দৃষ্টান্তের কিছু বাহুল্য দেখিবার আশা করিতে পারি।

২৬শে মাঘ শনিবার ১৩১৯ সাল বঙ্গবাসী পত্রিকা

সংস্কৃত ভাষা, বঙ্গভাষার জননী। সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্র বঙ্গ ভাষা বিচারে কতদুর যোগ্য তাহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। সংস্কৃত শাস্ত্রে যেসকল বিষয়ের উল্লেখনাই কিন্তু অন্তভাষায় তাহা ব্যবহৃত হয়, তদ্দ্বারা বঙ্গভাষার কলেবর অলঙ্কৃত করিব না এরূপ মনে করা অন্যায় বটে, কিন্তু নিজ নিজ ইচ্ছানুরূপ গঠিত ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

বৈদেশিক সম্পত্তি নিজস্ব করিতে পারিলে লাভবান্ হইব নিশ্চয়: কিন্তু পরদ্রব্যে লোভ করিয়া নিজস্বটুকু পরিত্যাগ করা কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই নিজস্ব রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকরণের নিয়ম সম্ভবমত অনুসরণ করিতে হইবে। অলঙ্কার শাস্ত্র এই বিদ্যার অন্তর্গত, বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা অতি অল্পই বলিতে হইবে। ভারতচন্দ্র বহুপ্রকার ছন্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনার বোধহয় তিনিই পথপ্রদর্শক, পরে বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ লিখিত হইলে উহার একঅধ্যায়ে অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচিত হইত। শ্যামাচরণ ও লোহারাম কৃত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে এইরূপে অলঙ্কার শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু মোদকের বাঙ্গালা ব্যাকরণে ইহার আলোচনা দৃষ্টহয়। লালমোহন বিদ্যানিধি কৃত কাব্যনির্ণয় গ্রন্থ এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের ভূমিকায় ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" গ্রন্থে গ্রন্থকার খ্যাতনামা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের ভাষা সমালোচনা করিয়াছেন। অধুনা "বঙ্গসাহিত্যাদর্শ" বা বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব অলঙ্কার গ্রন্থ দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে কাব্যনির্ণয় দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার ও ছন্দ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থকার খ্যাতনামা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতার পদ্যানুবাদ করিয়া উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বহড়ু ইংরাজী বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতেছেন। এই গ্রন্থ তাঁহার আদ্যাকৃতি। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির বঙ্গভাষা আলোচনা বিশেষ আশাপ্রদ বলিতে হইবে।

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মন্তব্য।

মহামহিম জজ্জ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন——

মহাশয়

আপনার প্রদত্ত "বঙ্গসাহিত্যাদর্শ" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি; এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। গ্রন্থ খানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। তাহাতে দেখিলাম অলঙ্কারের নিয়মানুসারে বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারের পদ্ধতি এই পুস্তকে অতি সরল-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গ পাঠার্থীর উপকারে লাগিবে, এবং বঙ্গ সাহিত্য সমাজে অবশ্যই সমাদৃত হইবে। ইতি

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।
১৮ই পৌষ, ১৩১৯।

আপনারই
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ কাল কবিতা প্রসবে বরাহীবৎ। রকম বেরকমের কবিতা হইতেছে। অনেকের কবিতায় ও কাব্যের ছন্দোবন্ধে রস বিকাশে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এহেন সময়ে আলোচ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে ছন্দ, রস, ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা হইয়াছে। কোথায় কি ভাবে, কি রসে, কি ছন্দে, কি ভাষায় কি দোষ কি গুণ, আলোচ্য "বঙ্গ সাহিত্যাদর্শ ভাষাতত্ত্ব অলঙ্কার" গ্রন্থে দৃষ্টান্তসহ তাহা দেখা যায় দৃষ্টান্তগুলি যোগ্যহইয়াছে বটে, কিন্তু আধুনিক নামজাদা হামবড়া কবিদিগের কবিতা বা কাব্য হইতে দোষগুলি দেখাইলে রচনাক্ষেত্রে শাসন দণ্ডনীতি প্রসারিত হইতে পারিত। যাঁহাদের কাব্যরসে প্রবৃত্তি আছে তাঁহাদের এ গ্রন্থ পড়িয়া রাখা উচিত। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে, আধুনিক দৃষ্টা-ন্তের কিছু বাহুল্য দেখিবার আশা করিতে পারি।

২৬শে মাঘ শনিবার ১৩১৯ সাল বঙ্গবাসী পত্রিকা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন——

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রমাপতি কাব্যতীর্থ প্রণীত "বঙ্গসাহিত্যাদর্শ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। ছাত্রগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া বাঙ্গালা অলঙ্কার শাস্ত্রের স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেক, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষার্থিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে বাঙ্গালা রচনায় কুশলতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেক। বঙ্গদেশের বিদ্যালয়ে এই পুস্তকের সমাদর দেখিলে বিশেষ সুখী হইব।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী।
কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের
সংস্কৃতাধ্যাপক।

১লা মার্চ্চ
১৯১৩ সাল।

ভূমিকা।

বঙ্গভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের অবশ্য পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কোন কোন মহাত্মা ইহার উন্নতি বিধানের জন্য বাক্য ও প্রবন্ধাদির রচনা পদ্ধতি এবং ভাষার শ্রীসম্পাদক ব্যাকরণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের দুই এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শিক্ষার্থীগণের শিক্ষা সৌকর্য্য সাধন করিতেছেন; কিন্তু বঙ্গসাহিত্যানুরক্ত সুধীগণ অদ্যাপি বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশেষ অভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অভাবটী সামান্য হইলেও কেন যে ইহা বহুদিন যাবৎ বঙ্গসাহিত্যিকগণের আলস্যো-পেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে তাহা জানিনা।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি বঙ্গ কবিগণের রসভাবময়ী পদাবলী ও কাব্য, বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন, কিন্তু দোষ, গুণ, রীতি, রস, অলঙ্কারাদি ভাষাপ্রবোধক বিষয় নিচয়ে জ্ঞানের পরিপক্কতা না হইলে এ সকল রত্নের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। ইহাতে বোধ হয় কাহারো মতদ্বৈধ নাই।

এই অভাব দূরীকরনার্থ দেশস্থ কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষাভিজ্ঞ সুধী-গণের উৎসাহ-প্রণোদিত হইয়া বহুবিধ বঙ্গসাহিত্য ও অলঙ্কারাদির সহায়তায় এইক্ষুদ্র বঙ্গসাহিত্যাদর্শ প্রণয়ন করিলাম।

এই পুস্তকখানি পাঠকবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইবে এরূপ আশা করিনা, তথাপি কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম তাহা সহৃদয়পাঠকগণের বিবেচনাধীন। যাহা হউক, এই সামান্য পুস্তকখানি যদি পাঠার্থীগণের কিছুমাত্র উপকার হয় তবে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

বঙ্গবাসী পত্রিকার পুরাণ গ্রন্থ সকলের অনুবাদক ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ও অন্যান্য মহোদয়গণ ইহার সংশোধন বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি চিরকাল তাঁহাদের কাছে ঋণী রহিলাম।

পুনশ্চ সবিনয় নিবেদন, এই পুস্তকে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটী দেখাযাইতেছে, ভগবানের ইচ্ছায় যদি পুনঃসংস্করণ করিতে পারি তবে উহা সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইব।

শ্রীরমাপতি দেবশর্ম্মা।

২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯সাল

পোঃ জয়নগর গ্রাম-মজিলপুর ২৪ পরগণা।

সুচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাষাবিচার ...	১
(রচনাভেদ)	
চূর্ণক ...	৪
বৃত্তগন্ধি ...	৪
উৎকলিকা ...	৫
(বাক্যনিরূপণ)	
আকাঙ্ক্ষা ...	৬
যোগ্যতা ...	৬
আসক্তি ...	৭
(বাক্যভেদ)	
সরল বাক্য ...	৭
মিশ্রবাক্য ...	৭
যৌগিকবাক্য ...	৭
উদ্দেশ্য ও বিধেয় ...	৮
শব্দ ও পদ ...	৮
কাব্যনিরূপণ ...	৯
কাব্যভেদ ...	৯
মহাকাব্যলক্ষণ ...	১০
খণ্ডকাব্য ...	১০
গদ্য ও পদ্যকাব্য ...	১০
দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য ...	১০
গীতিকাব্য ...	১১
কোষকাব্য ...	১১
ভাষাসংযোগ ...	১১
শ্রুতিকটু ...	১৭
অশ্লীলতা ...	১৮
অনুচিতার্থতা ...	১৮
অপ্রযুক্ততা ...	২০
গ্রাম্যতা ...	২০
নেয়ার্থতা ...	২১
নিহতার্থতা ...	২১
অবাচ্য ...	২১
বিরুদ্ধমতিকরণ	২২
পদাংশদোষ ...	২৩
নিরর্থকতা ...	২৩
অসমর্থতা ...	২৩
সংস্কারচ্যুতি ...	২৩
প্রতিকূলবর্ণতা ...	২৪
অধিকপদতা ...	২৫
ন্যূনপদতা ...	২৬
পুনরুক্তি ...	২৬
হতবৃত্ততা ...	২৬
সন্ধিগতকষ্টতা ...	২৭
অর্দ্ধান্তরৈকপদতা	২৮
সমাপ্তপুনরাত্ততা	২৮
ক্রমভগ্নতা ...	২৮
প্রসিদ্ধিত্যাগ ...	২৯
অস্থানপদতা ...	৩১
সঙ্কীর্ণতা ...	৩১
ক্লিষ্টতা ...	৩১
অপুষ্টতা ...	৩২
দুষ্ক্রমতা ...	৩৩
ব্যাহতত্তা ...	৩৩
কষ্টার্থতা ...	৩৪
অনবীকৃততা ...	৩৪
নির্হেতুতা ...	৩৪
প্রকাশিতবিরুদ্ধতা	৩৫
সন্দিগ্ধতা ...	৩৫
পুনরুক্ততা ...	৩৬
বিদ্যাবিরুদ্ধতা ...	৩৬
রসদোষ ...	৩৬
অলঙ্কারদোষ ...	৪০
দোষেরগুণ ...	৪২
ছন্দদোষ ...	৪৮

সূচীপত্র ।

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাধুর্য্যগুণ	...	৫৩
ওজগুণ	...	৫৪
প্রসাদগুণ	...	৫৫
বৈদর্ভী	...	৫৭
গৌড়ী	...	৫৭
পাঞ্চালী	...	৫৮
লাটী	...	৫৯
ছেকানুপ্রাস	...	৬১
বৃত্ত্যনুপ্রাস	...	৬১
যমক	...	৬২
শ্লেষ	...	৬২
প্রহেলিকা	...	৬৩
পুনরুক্তবদাভাস		৬৩
বক্রোক্তি	...	৬৪
উপমা	...	৬৫
মালোপমা	...	৬৬
রসনোপমা	...	৬৬
লুপ্তোপমা	...	৬৬
রূপক	...	৬৭
অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য		৬৮
পরিণাম	...	৬৮
উৎপ্রেক্ষা	...	৬৮
সন্দেহ	...	৬৯
উল্লেখ	...	৭০
অপহ্নুতি	...	৭০
নিশ্চয়	...	৭০
অতিশয়োক্তি	...	৭১
তুল্যযোগিতা	...	৭১
দীপক	...	৭২
প্রতিবস্তূপমা	...	৭২
দৃষ্টান্ত	...	৭৩
নিদর্শনা	...	৭৩

বিষয়		পৃষ্ঠা
ব্যতিরেক	...	৭৪
সহোক্তি	...	৭৪
বিনোক্তি	...	৭৪
সমাসোক্তি	...	৭৫
পরিকর	...	৭৬
অপ্রস্তুত প্রশংসা	...	৭৬
ব্যাজস্তুতি	...	৭৬
পর্য্যায়োক্ত	...	৭৭
অর্থান্তরন্যাস	...	৭৮
কাব্যলিঙ্গ	...	৭৮
অনুমান	...	৭৯
অনুকূল	...	৭৯
আক্ষেপ	...	৮০
মিথ্যাভাস	...	৮০
বিভাবনা	...	৮০
বিশেষোক্তি	...	৮১
বিরোধাভাস	...	৮১
অসঙ্গতি	...	৮১
বিষম	...	৮১
সম	...	৮১
বিচিত্র	...	৮২
অধিক	...	৮২
অন্যোন্য	...	৮২
বিশেষ	...	৮২
ব্যাঘাত	...	৮৩
কারণমালা	...	৮৩
একাবলী	...	৮৩
সার	...	৮৪
যথাসংখ্য	...	৮৪
পরিবৃত্তি	...	৮৪
পরিসংখ্যা	...	৮৪
অর্থাপত্তি	...	৮৪

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিকল্প	...	৮৫
সমুচ্চয়	...	৮৫
প্রতীপ	...	৮৫
প্রত্যনীক	...	৮৫
সূক্ষ্ম	...	৮৬
ব্যাজোক্তি	...	৮৬
স্বভাবোক্তি	...	৮৬
উদাত্ত	...	৮৭
চরণ বা পদ	...	৮৭
গুরু, লঘু ও মাত্রা	...	৮৮
যতিবাযতিওমিত্রাক্ষর	...	৮৮
পয়ার	...	৮৮
ভঙ্গপয়ার	...	৮৮
তরলপয়ার	...	ঐ
রঙ্গিলপয়ার	...	ঐ
বিশাখপয়ার	...	ঐ
ত্রিপদীপয়ার	...	৮৯
দ্রুতললিতপয়ার	...	ঐ
লঘুভঙ্গপয়ার	...	ঐ
ত্রিপদী	...	ঐ
লঘুত্রিপদী	...	ঐ
দীর্ঘত্রিপদী	...	৯০
ভঙ্গত্রিপদী	...	ঐ
ভঙ্গলঘুত্রিপদী	...	ঐ
ভঙ্গদীর্ঘত্রিপদী	...	ঐ
তরলত্রিপদী	...	৯১
ধীরললিতত্রিপদী	...	ঐ
হীনপদত্রিপদী	...	ঐ

বিষয়		পৃষ্ঠা
চৌপদী	...	ঐ
বিশাখচৌপদী	...	৯২
পঞ্চপদী	...	ঐ
ষট্‌পদী	...	ঐ
সপ্তপদী	...	৯৩
অষ্টপদী	...	ঐ
নবপদী	...	ঐ
ভঙ্গনবপদী	...	ঐ
দশপদী	...	৯৪
একাদশপদী	...	৯৫
দ্বাদশপদী	...	ঐ
ত্রয়োদশপদী	...	৯৬
চতুর্দ্দশপদী	...	ঐ
ললিত	...	৯৭
একাবলী	...	ঐ
গজপতি	...	ঐ
অমিত্রাক্ষর	...	ঐ
মালঝাঁপ	...	৯৮
কুসুমমালিকা	...	ঐ
তোটক	...	ঐ
ভুজঙ্গপ্রয়াত		ঐ
তূণক		৯৯
লতিকাপদী		ঐ
ক্রৌঞ্চপদী		ঐ
রুচিরা		ঐ
চম্পককলিকা		১০০
পজ্ঝটিকা		১০০
অনুষ্টুপ		১০০

বঙ্গসাহিত্যাদর্শ।

বাঙ্গালাভাষাতত্ত্ব অলঙ্কার।

কাব্য নির্ণয় পরিচ্ছেদ।

ভাষাবিচার।

এই ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা বৈদিক ভাষা। বৈদিক ভাষা মন্থন করিয়া আর্য্যগণ সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি, আবার ঐ প্রাকৃত ভাষা দেশভেদে নানাপ্রকার নাম ধারণ করিয়াছে। যেমন কর্ণাট দেশের প্রাকৃত ভাষার নাম কর্ণাটী, সেই-রূপ সৌরসেনী, গুজরাটী, প্রাচ্যা, নাগরী, অবন্তাকী, সিংহলী, মাদ্রী, কালিঙ্গী, ঔৎকলী, ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রভৃতি নামে অভিহিত। এই সকল প্রাকৃত ভাষা প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশ ভেদে প্রাকৃত ভাষার কেবল নামের ভিন্নতা আছে এমন নহে, ভাষারো বিশেষরূপ ভিন্নতা আছে। যেদেশে যেরূপ প্রাকৃত ভাষা, তাহা হইতে সেইরূপ জাতীয় ভাষা গঠিত হইয়াছে, এবং বৈদেশিক ভাষা তাহার সহিত যুক্ত হইলে আরো অধিক ভাষার পুষ্টতা হইয়া থাকে। কারণ আমাদের দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিলনা সেই বস্তু গঠিত হইলে অথবা অন্য দেশ হইতে আসিলে, আমরা কি তাহার নাম না জানিয়া ব্যবহার করি? অবশ্যই দেশীয় ভাষায় হউক অথবা বিদেশীয় ভাষায় হউক তাহার একটী নামকরণ করিতে হয়। (বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালা সম্বন্ধে প্রয়োজন থাকায় অন্য ভাষা বিচারে আবশ্যক রহিল না)।

বাঙ্গালাভাষা অদ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তাহার অভাবপূরণ

করিতে হইলে অন্য ভাষা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। সংগ্রহ করিতে হইলে চিরকালের মহাজন সংস্কৃতের নিকটেই কর্জ্জকরা উচিত। ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে আমাদের সে অভাব যদি পূরণ হয়, তবে কেন বৈদেশিক ভাষা হইতে শব্দ সংযোগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে কদর্য্য করিব? কারণ, বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস, সংস্কৃত ভাষাদ্বারাই গঠিত। সুতরাং বাঙ্গালার সহিত ভালরূপ মিশিবে ও সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলেও অনেকে বুঝিতে পারিবে।

তবে কি সস্কৃত ভাষা আমাদের সকল শব্দের অভাব পূর্ণ করিবে, তাহা নহে, এমন অনেক শব্দ আছে যাহা (ভাষাসংযোগে দ্রষ্টব্য) সংস্কৃত ভাষায় নাই এবং পূর্ব্বে সেই নামের বস্তু ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। অথবা থাকিলেও সাধুভাষায় তাহার নাম করণেরো প্রয়োজন হয় নাই। যেমন শগড়ী,কয়লা, গেলাস, ইত্যাদিস্থলে উচ্ছিষ্ট, অঙ্গার, জলাধার ইত্যাদি বলিলে কেবল শগড়ী, কয়লা, গেলাস ইত্যাদি অর্থ কোন প্রকারে পাওয়া যায় না। অতএব এই সকল শব্দ ভাষান্তরিত হইলেও আমাদের গ্রাহ্য তাহা না হইলে বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্য-অন্য শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার ও পদার্থ গত অভিপ্রায় প্রকাশের কোনরূপ উপায় নাই বলিলেও চলে। কেবল কমল, কোকিল, কুঞ্জ ও লোকরহস্য লইয়া কাব্য রচনা করিলে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু ভাষাবৃদ্ধি হয় না।

স্থূল কথায় একটী উদাহরণ দেখান যাইতেছে যে, ইদানীন্তন রুচি-সম্পন্ন কোন একটী ধনীর গৃহবর্ণন সময়ে আমরা মহাবিপদে পতিত হই। প্রত্যেক বস্তুর নাম উল্লেখ করিয়া যদি আমরা বর্ণনা করি, তবে এখনকার শিল্পজাত দ্রব্যসকল আমাদের বর্ণনার অত্যুৎকট কণ্টক জ্ঞান হয় না কি? সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন পদ্ধতী অবলম্বন করিতে হয়। এইটী আমাদের দোষ, যাহাতে যে কোন প্রকারেই হউক না কেন অন্ততঃ ভাষার রূপান্তর করিয়াও উহা জনসাধারণের উদ্বোধ করাইতে হইবে।

আবার লিখিত ভাষা, কথিত ভাষা অপেক্ষায় অনেক প্রভেদ যে ভাষায় লেখাযায় তাহাকে সাধুভাষা ও অন্যটীকে অসাধুভাষা বলে। এই

অসাধুভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যাহা সাধুভাষায় সেশব্দের অর্থ প্রকাশ হয় না। যেমন মোড়ের মাথায়, ঝোপের আড়ালে, ইত্যাদি শব্দের সাধুভাষায় ঠিক অর্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং অসাধু ভাষা বলিয়া সেই সকল শব্দ যদি প্রবন্ধে না লিখিত হয়, তবে গ্রন্থকারের মনোগতভাব প্রকাশ ও ভাষাবৃদ্ধি কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষায় যিনি যে প্রকারেই পদ কিম্বা বাক্য প্রয়োগ করুন না কেন, তাহা যেমন রচনাভেদের জন্য ঠিক খাটিয়া যায় আমাদের রচনাকে সেইরূপ তিনভাগে বিভক্ত করিলে কোন রূপ গোলযোগ থাকেনা। প্রথম ভাষার নাম চূর্ণক, দ্বিতীয় ভাষাটীর নাম বৃত্তগন্ধি, ও তৃতীয় ভাষার নাম উৎকলিকা।

এই বিভাগের অন্যতম কারণ, যিনি কাব্য রচনা ছলে ভাষাপুষ্ট দেখাইতে ইচ্ছাকরেন, চূর্ণক ভাষা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক। কেননা চূর্ণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ থাকে বাক্যাড়ম্বরের লেশমাত্র প্রায় থাকে না। সেইজন্য গ্রাম্য অথবা বৈদেশিক ভাষা উহাতে ভাল রূপ মিশিয়াথাকে সুতরাং লালিত্য ও স্পষ্টতা নষ্ট হয় না। (অপরাপর রচনাভেদে দ্রষ্টব্য,) ফল কথা এই যে চূর্ণকেই লিখুন অথবা বৃত্তগন্ধিতেই লিখুন, আর উৎকলিকাতেই লিখুন. যিনি যে নিয়মেই লিখুননা কেন, বঙ্গভাষায় যাহা নাই তাহা সাধারণের বুঝাইতে যদি কেহ ইচ্ছা করেন। তবে অসাধু ভাষায় হউক অথবা সাধুভাষায় হউক তাঁহাকে ভাষার স্পষ্টতা ও লালিত্য টুকু বজায় রাখিতে হইবে।

প্রথমে দেখা উচিত, যাহাবলিতে হইবে, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে ব্যক্তহয়। যদি সরল মৌখিক ভাষায়, (অর্থাৎ চূর্ণক ভাষায়) বাক্য পরিস্ফুট ও সুন্দর এবং উত্তম রূপে ভাব প্রকাশ হয়, তবে সেই পথ অবলম্বন করা উচিত।

যদি ইহাতেও না হয়, তবে নাতিদীর্ঘ সমাস ও অল্পবাক্যাড়ম্বর যুক্ত চূর্ণক ভাষা মিশ্রিত ভাষায়ো (অর্থাৎ বৃত্তগন্ধিতে) তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত।

এই সকল উপায়ে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত

বাক্যাড়ম্বর বিশিষ্ট দীর্ঘ সমাস মিশ্রিত সাধুভাষায়ো (অর্থাৎ উৎকলিকায়) তাহা প্রকাশ করিতে হইবে।

প্রয়োজন হইলে সব চলিতে পারে, কোনরূপ আপত্তি থাকেনা। নিষ্প্রয়োজনেই গোলযোগ আর নানা প্রকার আপত্তি উঠিয়া থাকে।

রচনাভেদ।

রচনাভেদের ব্যক্তব্য বিষয় পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

চূর্ণক।

সাধু কিংবা অসাধু ভাষায় উক্ত, সমাসহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ যুক্ত বাক্যরচনাকে চূর্ণক কহে। যথা—

"টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। একজন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কাণ পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ। একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?"

লোকরহস্য।

বৃত্তগন্ধি।

নাতিদীর্ঘ সমাস ও অল্প বাক্যাড়ম্বর বিশিষ্ট চূর্ণক মিশ্রিত বাক্যরচনাকে বৃত্তগন্ধি কহে। যথা—

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চসমা অলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র

কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্ যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী মাতৃভাষাবিরোধী তাঁহারাই বাবু। হে নরশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধকোকিলাহারী, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যাঁহারা আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করেন, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা কাব্যের কিছুই বুঝেন না, অথচ কাব্য পাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যাঁহারা বারযোতিষের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করেন, যাঁহারা আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানেন তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড়ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করেন, গৃহিনীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করেন। উপগৃহিনীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করেন, এবং পাঁঠার লোভে গঙ্গা পূজা করেন তাঁহারাই বাবু"। লোকরহস্য।

উৎকলিকা।

সংস্কৃতবহুল বাক্যাড়ম্বরবিশিষ্ট দীর্ঘসমাস মিশ্রিত সাধু ভাষায় উক্ত, বাক্যরচনাকে উৎকলিকা কহে। যথা—

"হে কৃপানিধে! ভবসাগর পারের তরণী, ভোগশৃঙ্খলছেদনকর্ত্তনী, সুদুর্লভহরিকথামৃত পান করিয়া, পাপকাষ্ঠদহনে জ্বলদগ্নিশিখার ন্যায় ক্রুতবান্ পুরুষগণের কোটিজন্মপাপনাশন শ্রবণসুধারম্য শোকসাগরনাশন মুক্তিজ্ঞান, এই ভক্তশিষ্যকে প্রদান করুন।" কৃষ্ণলীলা।

অথবা— "মহারাজ! আপনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, দেবরাজ ইন্দ্রেরন্যায় অব্যাহতগতি ও একচ্ছত্রী, ধর্ম্মাধিকরণে আপনি ধর্ম্মরাজতুল্য, অর্থবলে ধনাধিপতি কুবেরের সমকক্ষ. এবংশাস্ত্রার্থজ্ঞানে দেবগুরু বৃহস্পতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, নিঃসহায়নিঃসম্বল দীন দরিদ্রদিগকে অভিপ্রেত বস্তুদান করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দাতাকর্ণ বলে, গাম্ভীর্য্য গুণে আপনি সমুদ্র সদৃশ, স্থিরতায় পর্ব্বতের ন্যায়, ও পৃথিবীতুল্য সহিষ্ণুতা,

পশুরাজ সিংহ তুল্য আপনার পরাক্রম, শত্রুসন্দর্শনে আপনার ক্রোধানল প্রজ্বলিত দেখিয়া লোকে আপনাকে ব্যাঘ্রের ন্যায় আশঙ্কা করে, এবং শত্রুকে মমূর্ষু ও মৃতবৎ দর্শন করিলে ভল্লুকের ন্যায় আপনি পরিহার করেন, কিমধিক বুদ্ধিমত্তায় শৃগালো বিজিত, এবং একতাবন্ধনে বায়সসদৃশ সতর্কতায়ো আপনি সারমেয় বিজয়ী, আপনি ধন্য, আপনার প্রজাগণো ধন্য।"

(অলঙ্কার)।

বাক্যনিরূপণ।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, ও আসত্তি যুক্ত পদ সমষ্টীকে বাক্য বলে। অথবা—ক্রিয়াদিতে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট পদ সমষ্টীকে বাক্য বলে। যথা——

"অযোধ্যানগরে মহাপ্রতাপশালী মহারাজ দশরথের চারিটী পুত্র ছিলেন।"

এই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, ও আসত্তির বিষয় নিম্নে বুঝান যাইতেছে।

আকাঙ্ক্ষা।—যেখানে পরস্পর পদের সহিত পদের অপেক্ষা থাকে, তথায় আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে হইবে। যথা—

মহাপ্রতাপশালী মহারাজ (কে?) দশরথ (তাঁহার কি হয়েছিল) তাঁহার চারিটী পুত্র ছিলেন (কোথায়) অযোধ্যা নগরে। বাক্যে এইরূপ আকাঙ্খা থাকে। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, গো, মনুষ্য, পক্ষী ইত্যাদির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পদ হয়।

যোগ্যতা।—যেখানে একপদের সহিত অন্যপদের অর্থ-সংগত অন্বয় থাকে, তথায় যোগ্যতা আছে বুঝিতে হইবে। যথা—

মহাপ্রতাপশালী (কে?) মহারাজ দশরথ (তাঁহার কি ছিল) চারিটী পুত্র ছিলেন (কোথায়) অযোধ্যানগরে।

এইরূপ অর্থ সংগত অন্বয়ের নাম যোগ্যতা। ইহা না থাকিলে বাক্য সিদ্ধি হয় না। যথা——

অযোধ্যানগরদ্বারা – মহাপ্রতাপশালী মহারাজ দশরথ চারিটী পুত্রের ছিলেন।

আসত্তি।—প্রথম উচ্চারিত শব্দ শ্রবণ করিয়া, পরে উচ্চারিত শব্দ শ্রবণ দ্বারা অর্থ জ্ঞান হইলে, সেই বাক্যে আসত্তি স্থল বুঝিতে হইবে। যথা—

আকাঙ্ক্ষা স্থলে উক্ত বাক্যে যদি (অযোধ্যানগরে মহাপ্রতাপশালী ছিলেন) এরূপ বাক্য করি, তাহা হইলে বাক্য হইবে না।

বাক্যভেদ।

এই বাক্য তিন প্রকার—সরল, মিশ্র ও যৌগিক।

সরল বাক্য।— যে বাক্যে একটী উদ্দেশ্য ও একটী বিধেয় থাকে, তাহাকে সরল বাক্য কহে। যথা—

"রাম কাঁদিতেছে।"

মিশ্রবাক্য — পরস্পর অপেক্ষা যুক্ত বাক্যকে মিশ্র বাক্য বলে। যথা—

"পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে আপনার সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।"

যৌগিক বাক্য।— অপেক্ষা শূন্য দুই বা ততোঽধিক বাক্যের একত্র সংযোগ হইলে যৌগিক বাক্য হয়। ও, কিন্তু, অতএব, এবং, সুতরাং প্রভৃতি পদের প্রয়োগ থাকিলেও যৌগিক বাক্য বুঝিতে হইবে। যথা—

"যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই।"

উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

যাহার বিষয় বলা যায় সেই উদ্দেশ্য এবং যে বিষয় বলা হয় সেইটী বিধেয়। সম্বন্ধ ও বিশেষণ পদ প্রভৃতি লইয়া কর্ত্তা উদ্দেশ্য পদ হয়, এবং কারক, অসমাপিকাক্রিয়া ও বিশেষণপদ লইয়া ক্রিয়া বিধেয় পদ হয়।

শব্দ ও পদ।

বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে। যথা—

"এই বনে বাঘ আছে।" এখানে বন—"এ" এই "এ" বর্ণটী বিভক্তির কার্য্য করায় পদ হইল। এই পদ চারি প্রকার-বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয়, ও ক্রিয়া। আর যেখানে বিভক্তির কার্য্য না থাকে তাহাকে শব্দ বলে। কিন্তু বিভক্তি শূন্য শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হয় না।

শব্দ তিন প্রকার;—শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ।

শক্যার্থ।—যে শব্দের যে অর্থ, তাহার যথাযথ জ্ঞান হইলে শক্যার্থ কহে। যথা—

"গঙ্গানিবাসী লোক।" এখানে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ নদী বিশেষ বুঝিতে হইবে।

লক্ষ্যার্থ।—শব্দের অন্বয় যোগ্য অর্থ করিতে হইলে তদসম্বন্ধীয় যে অর্থান্তরের কল্পনা করাহয় তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যথা—

"গঙ্গানিবাসী লোক।" বলায় গঙ্গা শব্দের নদীবিশেষ অর্থ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু গঙ্গাতে নিবাস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। অতএব গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ গঙ্গাতীর অর্থ হইলে শব্দের যথাযথ অন্বয় হইয়া থাকে।

ব্যঙ্গ্যার্থ।— বাক্যের অন্তর্গত শব্দ সকলের অন্য অর্থ না থাকিলেও বাক্যভঙ্গীদ্বারা অপর অর্থ বোধ হইলে তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ কহে। যথা—

"বয়সে বালক বটে বচনেতে নয়।" ইহাতে বালকের প্রকৃতি বিরুদ্ধ অসময় পক্কতা রূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারা মন্দ অর্থ বোধ হইল।

কাব্যনির্ণয়।

অলৌকিক আনন্দজনক মানবের মনোগত ভাব প্রকাশক রচনাকে কাব্য বলে।

তাহা হইলে যে গ্রন্থে ক্রোধ, করুণ, বীভৎস ও ভয়াদি জনক রচনা থাকে, তাহাকে কাব্য বলিতে পারা যায় কি না?

এস্থলে একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ সন্দেহ একেবারে দূরীভূত হইবে। কারণ ঐ সকল প্রবন্ধ, ক্রোধ করুণাদি মিশ্রিত হইলেও পাঠকের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকে।

নিরীহ নিরপরাধিনী সম্রাটমহিষী সীতার বনবাস, সভামধ্যে পঞ্চস্বামী বর্ত্তমানেও দুঃশাসন কর্ত্তৃক অনাথার ন্যায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বঙ্গের অহিতকারী ভবানন্দ মজুমদারের কুটিলতা, নিঃসহায়নিঃসম্বল স্ত্রী পুরুষের প্রতি নীল ব্যবসায়ীদিগের পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি ঘটনা কাব্যে পাঠ কিংবা লোক মুখে শ্রবণ করিলে অথবা নাট্যে দর্শন করিলে কাহার না হৃদয়ে করুণ ক্রোধাদি রসের উদয় হয়। তথাপি তাঁহাদিগের পাঠাদিতে আগ্রহ বিরত নাই, বরং অধিকতর ঔৎসুক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বেশ বুঝাযায় যে, তাঁহারা এই সকল বিষয় পড়িতে বা শুনিতে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়া থাকেন, ভয়ে অথবা দুঃখে কাহাকেও পশ্চাৎপদ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং কাব্য আনন্দজনক ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

কাব্যভেদ।

এই কাব্য আট প্রকার—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, শ্রব্যকাব্য, কোষকাব্য, গীতিকাব্য, বলিয়া উক্ত আছে।

মহাকাব্য লক্ষণ। যথা—

মহাকাব্য তাকে হয়, যাহাতে নায়ক রয়
দেব, কিংবা সদ্বংশ ক্ষত্রিয় গুণধর।
কিংবা এক বংশগত, রাজাদের ইতিবৃত্ত
অষ্টাধিক সর্গবন্ধে বর্ণনা তাহার॥
নদ, নদী, শৈল, বন, জলনিধি, উপবন,
নগর, নগরী চন্দ্র সূর্য্য অস্তোদয়।
সমর ক্রীড়া মন্ত্রনা, বীরাদি রস বর্ণনা
ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে ছন্দবদ্ধতায়॥
নীতি পূর্ণ ধর্ম্মবাণী, প্রাত মধ্যাহ্ন রজনী
বর্ণনীয়, বসন্তাদি ঋতু সমুদয়।
বর্ণনার প্রতিপাদ্য, গ্রন্থনাম হয়॥

খণ্ডকাব্য লক্ষণ। যথা—

কোন বিষয় উপলক্ষ করিয়া লিখিত অনতিদীর্ঘ কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে। বীরাঙ্গনাদি খণ্ডকাব্য।

গদ্য ও পদ্য কাব্য। যথা—

ছন্দোবিহীন কাব্যকে গদ্যকাব্য কহে। ছন্দে রচিত কাব্যকে পদ্যকাব্য কহে। বিষবৃক্ষ প্রভৃতি গদ্যকাব্য ও বৃত্রসংহার আদি পদ্যকাব্য।

দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য। যথা—

যে গ্রন্থ কেবল মাত্র অভিনয়ের জন্য লিখিত তাহাকে দৃশ্য কাব্য কহে। যে গ্রন্থ শ্রবণের জন্য লিখিত তাহাকে শ্রব্যকাব্য বলে। নীল দর্পনাদি দৃশ্যকাব্য ও আরব উপন্যাস প্রভৃতি শ্রব্যকাব্য; পুরাণ, ইতিহাস, উপাখ্যান প্রভৃতি শ্রব্যকাব্য মধ্যে গণ্য।

গীতিকাব্য। যথা—

তানলয়াদি সুস্বরযুক্তসুমধুর শ্লোক সমূহকে গীতিকাব্য বলে। রামপ্রসাদ পদাবলী প্রভৃতি গীতিকাব্য।

কোষকাব্য যথা—

এক প্রসঙ্গের কতিপয় পরস্পর অসম্বদ্ধ কবিতাকে কোষকাব্য কহে। রসতরঙ্গিনী প্রভৃতি ও শ্লোকময় অভিধান কোষকাব্য।

ভাষাসংযোগ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈদিক ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি, এবং প্রাকৃত হইতে ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ অভগ্নাবস্থায়ো বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল শব্দের সংস্কৃতে যেরূপ আকার প্রাকৃত ভাষায়ো প্রায় সেইরূপ আকার, সুতরাং অনেকে মনে করেন বাঙ্গালাও একটী প্রাকৃত ভাষা। এই মতদ্বৈধ মিমাংসা বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ রহিল। ইহাদের উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় শব্দ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ব্রাহ্মণ	বম্হণ	বামন
বধূ	বহু	বৌ
অদ্য	অজ্জ	আজ
মৎস্য	মচ্ছ	মাছ
মৃত	মরঅ	মরা
মস্তক	মত্থক	মাথা
ভবতু	হোদু	হোক
দধি	দহি	দই—দহি
ছাগী	ছেলী	ছাগলী—ছেলী
কাষ্ঠ	কট্ঠ	কাঠ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
স্থিতি	থিদি	থাকা
শৃগাল	শিআল	শেল—শিয়াল
হস্ত	হত্থ	হাত
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ
সপ্ত	সত্ত	সাত
তৈল	তেল্ল	তেল
অস্তকূট	অত্থকুড়	আঁস্তাকুড়
হৃদয়	হিঅঅ	হিয়া
কুত্র	কহিং	কাঁহা—কোথায়
মম	মত্র	মোর
ধূর্ত্ত	ধুত্ত্	ধুত্ত্
পুংশ্চলী	ছিন্নালী	ছিনালী
দ্বার	দুয়াল—দুয়ার	দুয়ার—দোর
স্খলন	খলন্	খলন
কস্য	কাহ	কাহার
পতন	পদন	পড়ন
চাণ্ডাল	চাঁণ্ডাল	চাঁড়াল
হোলিকা	হোলিআ	হুলি
কর্দ্দম	কদ্দম	কাদা
ধূলিকা	ধূলিআ	ধূল
হস্তী	হথী	হাতী
অলিন্দক	অলিন্দঅ	বারান্দা
জলচ্ছুণ্ডক	জলচ্ছুণ্ডুহ	জলচোড়া

ইত্যাদি

সংস্কৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত	বাঙ্গালা
জল	জল	রথ	রথ
দেব	দেব	বৃক্ষ	বৃক্ষ
সম	সম	তস্কর	তস্কর
কাল	কাল	ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্র
বন্ধন	বন্ধন	ভৃত্য	ভৃত্য
দোষী	দোষী	মূর্খ	মূর্খ
চন্দন	চন্দন	সুন্দর	সুন্দর
লতা	লতা	ভূমি	ভূমি
নখ	নখ	বক	বক
প্রভু	প্রভু	মূর্ত্তি	মূর্ত্তি
মৃত্যু	মৃত্যু	ঘৃণা	ঘৃণা
বুদ্ধি	বুদ্ধি	মিথ্যা	মিথ্যা
জ্ঞান	জ্ঞান	উপবন	উপবন
নদ	নদ	নদী	নদী
শৈল	শৈল	নয়	নয়
বন	বন	প্রতাপ	প্রতাপ
মনুষ্য	মনুষ্য	দল	দল
চর	চর	দেহ	দেহ
ফল	ফল	মঙ্গল	মঙ্গল
নারী	নারী	পিতা	পিতা
মাতা	মাতা	প্রভাত	প্রভাত
পর্ব্বত	পর্ব্বত	শয্যা	শয্যা
রাত্রি	রাত্রি	ভিক্ষা	ভিক্ষা
ভিক্ষুক	ভিক্ষুক	কৌশল	কৌশল
উপায়	উপায়	দাস	দাস

সংস্কৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত	বাঙ্গালা
চতুর	চতুর	বল	বল
দ্বীপ	দ্বীপ	গৃহ	গৃহ

ইত্যাদি

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় এমন অনেক চিরচলিত শব্দ আসিতেছে, যাহা বাঙ্গালায় প্রায় নিত্য প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে সে সকল বস্তু ছিলনা এরূপ নহে। তথাপি সংস্কৃতে সে শব্দের সাধারণ বোধগম্য অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

চিরচলিত বাঙ্গালা শব্দ।	চিরচলিত বাঙ্গালা শব্দ।
শগড়ী	মোড়
ঝোপ	(বাড়ীর) পোতা
ঘুঁটে	আনলা
ভাঁটা	জুয়ার
জোমরা (শম্বুক বিশেষ)	গোড়া
ঘুটীন	চেপটা
কুলুপ	চাবি

(ইত্যাদি।)

পারসী আরবী ও হিন্দী ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর সাধুভাষায় প্রতিবাক্য প্রদত্ত হইল। যথা—

পারসী	সাধুভাষা	পারসী	সাধুভাষা
আসর	সভা	জিয়াদা	অধিক
জোর	বল	দাগ	চিহ্ন

পারসী	সাধুভাষা	পারসী	সাধুভাষা
ধুম	সমারোহ	দোকান	বিপণী
দেরী	বিলম্ব	আপোস	সন্ধি
আক্কেল	বোধ	খবর	সংবাদ
বন্দোবস্ত	ব্যবস্থা	আব্রু	সম্ভ্রম
তামাসা	কৌতুক	আওয়াজ	শব্দ
দরকার	প্রয়োজন	কলম	লেখনী
বাজার	হট্ট	মস্কেল	প্রকাণ্ড

ইত্যাদি।

আরবী	সাধুভাষা	আরবী	সাধুভাষা
বরাত	ভাগ্য	ফকির	সন্ন্যাসী
বদল	পরিবর্ত্তন	তদারক	অন্বেষণ
হাওয়া	বায়ু	নকল	অনুকরণ
এমারৎ	প্রাসাদ	মালিক	প্রভু

ইত্যাদি।

হিন্দী	সাধুভাষা	হিন্দী	সাধুভাষা
জঙ্গল	বন	সাথী	সঙ্গী
খিল	অর্গল	কয়লা	অঙ্গার
বাপ	পিতা	চেহারা	মূর্ত্তি
খালি	শূন্য	ওজন	তুলা
ঠাট্টা	বিদ্রূপ	নরম	কোমল

ইত্যাদি।

ইংরাজী ভাষা হইতে কতক গুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কতিপয় শব্দের সাধু ভাষা আছে, এবং কতক গুলির সাধু ভাষা নাই। যথা—

ইংরাজী	সাধুভাষা	ইংরাজী	সাধুভাষা
জেল	কারাগার	কোর্ট	বিচারালয়
মাষ্টার	শিক্ষক	পুলিশ	নগররক্ষী
স্কুল	বিদ্যালয়	ডাক্তার	চিকিৎসক

নিম্নলিখিত ইংরাজী শব্দগুলির সাধুভাষা নাই।

ইংরাজী	ইংরাজী
রেল	কার্পেট
টেবিল	ষ্টেশন
ডেক্‌স	গেলাস
	(ইত্যাদি)

এতদ্ভিন্ন অপরাপর বৈদেশিক ভাষা বাঙ্গালা ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থবিস্তার ভয়ে উদাহৃত হইল না।

ব্যাখ্যানির্ণয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দোষ পরিচ্ছেদ।

পদদোষ।

কাব্যনির্ণয় সমাপ্ত করিয়া কাব্যের কলঙ্ক স্বরূপ দোষের বিষয় নিরূপিত হইল। যাহাতে যে কোন রসের অপকর্ষ হয় সেইটী দোষ; ইহার অভিপ্রায় প্রথমে প্রকাশ করা হইয়াছে। অধুনা তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা যাইতেছে।

সেই দোষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত;— পদে, বাক্যে, অর্থে, রসে ও ছন্দে দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রুতিকটু দোষ তিন ভাগে বিভক্ত— অশ্লীলতা, অনুচিতার্থতা, অপ্রযুক্ততা। গ্রাম্যতা, নেয়ার্থতা, নিহতার্থতা, অবাচ্য, বিরুদ্ধমতিকরণ, এইসকল দোষ পদে ও বাক্যে হইয়া থাকে, এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পদাংশেও হয়। নিরর্থকতা, অসমর্থতা, ও সংস্কারচ্যুতি এই তিন প্রকার দোষ কেবল পদগত বলিয়া উক্ত আছে। ক্রমশঃ শ্রুতিকটু প্রভৃতি দোষের উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল।

১। শ্রুতিকটু—কঠোর বর্ণ প্রয়োগে শ্রুতিকটু দোষ উক্ত হইয়াছে। যথা—

"যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মিরাঘাতে।"

মেঘনাদ।

"ক্ষমাধ্যেশ আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা।"

ছুচুন্দরী।

ঝঙ্কারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিতি।
ঝর্ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিতি॥

ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥
টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিট্‌কার॥
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা একি ঠক ঠকে।
...... করিল...... ঠক কৈল ঠকে॥
ডাকিনী ডমরু ডম্ফে ডাকিয়া ডগর।
ডামর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর॥
ঢক্কনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসাবাদিনী।
ঢেসাদিয়া ঢেকামারে ঢাক গো ঢক্কিনী॥"

বিদ্যাসুন্দর।

সুন্দরের মশানে করুণরসব্যঞ্জক কালীস্তুতিতে এরূপ কর্কশ বর্ণ প্রয়োগ করায় উক্ত দোষ হইল।

২। অশ্লীলতা— যাহা লোকের কাছে পড়িতে বা শুনিতে লজ্জাবোধ হয়, তাহাকে অশ্লীল দোষ বলে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত লজ্জা, নিন্দা ও অমঙ্গল ব্যঞ্জক। ক্রমে উদাহরণ যথা—

"দৃপ্ত শত্রুজয়ে রাজন্ আছে তব সুসাধন
হায় তন্নিতব নাশে
অহো মলয় পবন প্রসারিত হইত যখন।"

অলঙ্কার।

এস্থলে সাধন— "নাশ (অর্থাৎ বিনাশ) মলয়বায়ুপ্রসরণ (অর্থাৎ বিরোকপবন) বুঝাইতেছে। এইসকল উদাহরণ বিদ্যাসুন্দরের বিহারস্থলে ও বেতালাদিতে অনেক দেখাযায়।

৩। অনুচিতার্থ—দেশ কাল পাত্রাদির বিপরীত বর্ণন

স্থলে অনুচিতার্থ দোষ বলিয়া থাকে। যথা—

দেশগত অনৌচিত্য।

"রণযজ্ঞে শূরগণ পশুসম অগণন।
অমরতা লভিছে মরণে।"

এখানে রণের সহিত যজ্ঞের সাদৃশ্য অনুচিত নিহত বীর পুরুষের পশুর সহিত সাম্য উচিত নহে।

কালগত অনৌচিত্য।

"কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা। পোড়ে বিরহিনী——
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে
সুধাময় কোন দোষে দোষী তবপদে
অভাগিনী! কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপ, আহারনিদ্রা ত্যজি একাসনে।"
"কিন্তু যদি থাকেদয়া, এস শীঘ্রকরি;
এ নবযৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি।"

বীরাঙ্গনা।

এই বীরাঙ্গনা কাব্যে—তারা চন্দ্রকে যে সময়ে পত্র লিখিতেছেন, সে সময়ে চন্দ্র কলঙ্কী হন নাই তারার সংসর্গজন্য চন্দ্রের কলঙ্ক হয়;

কিন্তু তারা চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিতেছেন বলিয়া ভাবী বিষয়ের অতীত বিষয়-রূপে বর্ণন করায় উক্ত দোষ হইল।

পাত্রগত অনৌচিত্য।

"যশে যেন দ্বিজরাজ, বিক্রমেতে পশুরাজ
মহারাজ ভীম নরপতি।
ভয়ানক শক্রগণে, নিধন করিয়া রণে,
পালিছেন রাজ্য শান্তমতি॥"

পদ্মিনী।

এখানে পশুরাজ বলায় উক্ত দোষ হইল।

৪। অপ্রযুক্ততা—যে শব্দ অভিধানে থাকিলেও কবিগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় না তাহাকে অপ্রযুক্ততা দোষ বলে। যথা—

"নিশাদেবী নিশানাথে হেরিয়া লজ্জায়।
কৌমুদীবসনে মুখ আচ্ছাদিলা সতী॥"

উদ্ভট।

অত্র নিশাপতি শব্দেরপ্রয়োগ সত্ত্বেও কবিগণ চন্দ্রকে কুমুদিনীর পতিরূপে প্রয়োগ করেন।

অথবা—"ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার॥"

উদ্ভট।

এস্থলে উষর্বুধ—অগ্নি, মার-কাম, নাকেতে-স্বর্গে, নির্জ্জরগণ-দেবগণ, এই সকল শব্দ অভিধানে থাকিলেও বঙ্গভাষায় প্রয়োগ দৃষ্টহয় না।

৫। গ্রাম্যতা—নীচভাষায় যাহাব ণিত তাহাকে উক্ত দোষবলে। যথা—

"কেন তোরা উষ্ক রুক্ষ নাহি কোন চম্বা
তবুও তোদের মনে দেখি বড় আম্বা।"

উদ্ভট।

"তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।"

বিদ্যাসুন্দর।

"অঙ্গদ, বলয়, সর্প সর্পের পইতা।
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা!
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥"

কবিকঙ্কণ।

এখানে রুক্ষ, চম্বা, আম্বা, তুহি, মুহি প্রভৃতিশব্দ প্রয়োগে উক্ত দোষ হইল।

৬। নেয়ার্থতা—প্রসিদ্ধি ও প্রয়োজনের অভাব বশতঃ উক্তদোষ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"সুমুখি তোমার মুখ নাপায় তুলনা
কমলে সরোষে করে চরণ তাড়না।"

অলঙ্কার।

এস্থলে মুখের চরণ থাকা অসম্ভব।

৭। নিহতার্থতা—উভয়ার্থ শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিলে নিহতার্থতা দোষ হয়। যথা—

"ঐ ঐ শুন সরোজের সুমধুরধ্বনি
উদিল সমর ক্ষেত্রে গগন ভেদিয়া।"

অলঙ্কার।

এস্থলে সরোজ শব্দ পদ্মে প্রসিদ্ধ সঙ্খে অপ্রসিদ্ধ।

৮। অবাচ্য—অর্থের কিঞ্চিৎ তুলনা না দেখিয়া শব্দ প্রয়োগ করিলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"এই গভীর রজনী ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইলেও
তোমার আগমনে এ আমার দিবস!"

অলঙ্কার।

দিবস এই শব্দে তামসীরাত্রির প্রকাশ অর্থে উক্ত দোষ হইল। আরোপ করিলে দোষ হয়না।

অথবা—"আইস মলয় ঘ্রাণে গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইবে তখনি।"

বীরাঙ্গনা।

এস্থলে মলয় শব্দে মলয় বায়ু বুঝাইতে পারেনা; সুতরাং উক্ত দোষ হইল।

অথবা—"পশ্চাতে ধাইয়া এল নিশাপতিগণ
মুনিরে সম্মুখে দেখি জিজ্ঞাসে বচন।"

কশীরামদাস।

এখানে নিশাপতিগণ অর্থে রক্ষীগণ অর্থ কোন প্রকারে বুঝাইতে পারেনা।

৯। বিরুদ্ধমতিকরণ—উদ্দেশ্য ও বিধেয় যুক্ত বাক্যের সামঞ্জস্য না হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"যে তব পূর্ব্বেতে ছিল নয়ন তোষক
ঐ হের সুবদনে সম্মুখে প্রেমিক।"

অলঙ্কার।

এস্থলে কেবল "ঐ" পদটী ব্যবহার করায় বিরুদ্ধমতিকরণ দোষ হইয়াছে; কারণ "যে জন সেখানে গিয়াছে ঐ জন এখানে আসিতেছে" এই প্রকার দোষ; সুতরাং ঐ সে আসিতেছে প্রয়োগে দোষের সম্ভাবনা থাকেনা।

অথবা—"আমরা সত্বর তোমার ক্রোড়দেশ
নবকুমার সুশোভিত দেখিয়া আনন্দিত হইব।"

সীতারবনবাস।

এখানে নবকুমার সুশোভিত ক্রোড়দেশ, দেখিবার উদ্দেশ্য নহে, নবকুমার দেখিবার উদ্দেশ্য সুতরাং সে অভিপ্রায় বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এস্থলেও উক্ত দোষ হইল।

১০। পদাংশদোষ—একপদের এক অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া সেইস্থানে তুল্যার্থ শব্দ বসাইলে যদি তাহার যথার্থ অর্থ না পাওয়া যায় তাহা হইলে উক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। যথা—

"গীর্ব্বাণ, জলধি, বাচস্পতি, পয়োনিধি," প্রভৃতি শব্দের— "কাব্যবাণ, জলাশয়, বাক্যপতি, পয়োরত্ন" এইরূপ অংশ পরিবর্ত্তনে যথার্থ অর্থ বোধ না হওয়ায় উল্লিখিত দোষ হইল।

১১। নিরর্থকতা—নিরর্থকশব্দের প্রয়োগে নিরর্থকতা দোষ জন্মায়। যথা—

"সদা সর্ব্বদাই আমি ভাবি এই মনে
আমিকে কোথায় আমি কিছুই জানিনে।"

উদ্ভট।

"সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ
আমার হৃদয়ে সুখ করিছে সাধন।"

সদ্ভাবশতক।

এখানে সদা পদ প্রয়োগে উক্ত দোষ হইল।

১২। অসমর্থতা—যে শব্দে যে অর্থের বোধ হয় না সেই শব্দ সেই অর্থের তুল্যার্থ জ্ঞানে প্রযুক্ত হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"আমার লপিতে দাও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্যরাজপুত্র পরে করহ অর্পণ॥"

কাব্যকৌমুদী।

অত্র কুন্তীর নন্দন—কর্ণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়, মৎস্যরাজপুত্র—উত্তর অর্থাৎ প্রত্যুত্তর ; এইরূপ অর্থ প্রকাশে উক্ত দোষ হইল।

১৩। সংস্কারচ্যুতি—ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগে এই দোষ হইয়া থাকে। যথা—

"সুকেশিনী শিরশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধানহে যদি তাহে হয় উপকার।"

পদ্যপাঠ।

নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, হলেন পতন, ইত্যাদি
এখানে স্ত্রীলিঙ্গে সুকেশী বলাউচিত, "পতন" স্থানে পতিত বলা বিধেয়।

বাক্যদোষ।

এইরূপ পদদোষ জাতীয় বাক্যগত দোষ উক্ত হইল। এক্ষণে কেবল বাক্যগত দোষ নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—প্রতিকূলবর্ণতা, অধিকপদতা, ন্যূনপদতা, পুনরুক্তি, হতবৃত্ততা, সন্ধিগতকষ্টতা, ও অর্দ্ধান্তরৈকপদতা, সমাপ্ত পুনরাত্ততা, এবং ক্রমভগ্নতা, প্রসিদ্ধি ত্যাগ অস্থানপদতা, সংকীর্ণতা, ও ক্লিষ্টতা এই গুলি উক্ত দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

ক্রমিকউদাহরণ। যথা—

১৪। প্রতিকূলবর্ণতা— রসের অনুপযোগী বর্ণের প্রয়োগে উক্তদোষ হইয়া থাকে। যথা—

"মহাড়ম্বে সখীগণ বিড়িয়া রামেরে
আড়ে আড়ে দেখে আর পরিহাস করে।
কেহ বলে চোক গিলে আর্য্যকন্যা সীতা
তোমার মনের মত হল কিহে মিতা।
বিরহ বিভ্রাটে যেন নাপড়ে এ ঝিয়া
ভুলে রেখ হৃৎপালঙ্কে ফেলনা নাড়িয়া।"

অলঙ্কার।

অথবা—"শ্রাবণের ধারাসম ধারা অনিবার
বরুজ হইতে পড়ে গোলা এক ধার।
যেন ঘোরতর শিলা বৃষ্টির পতনে
ফল, ফুল দলে দলে দলিত সঘনে।
অথবা কর্ত্তনী মুখে শস্যের ছেদন
অথবা হেমন্তশেষে পাতার ঝরণ।
সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রু ঠাট
শুধু এই শব্দ মার মার কাট কাট।"

পদ্মিনী।

প্রথম পদ্যে—রামের বিবাহ কালে বাসর ঘরে সখীগণের শৃঙ্গার রস ব্যঞ্জক বাক্যে এরূপ বর্ণনা প্রয়োগে উক্ত রসের প্রতিকূলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় পদ্যে—যুদ্ধ বর্ণনা কালে বীর রস ব্যঞ্জক ওজোগুণশালী বর্ণরচনা না হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

১৫। অধিকপদতা—অনাবশ্যক পদের প্রয়োগে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"সরট শরীর সম দীর্ঘ ক্ষীণকায়
মীন তুল্য শির জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায়।
বদনে দশন তার তিন পুংক্তি হয়
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয়।"

বিদ্যাকল্পতরু।

এখানে "বদনে" ও "পশ্চাতে" এই দুইটী অধিক পদ হওয়ায় উক্ত দোষ হইল। নিরর্থকতায় কেবল নিরর্থক শব্দ থাকিলে বাক্যগত অর্থের হানি হয় না; কিন্তু অধিক পদতায় বাক্যার্থের হানি হইয়া থাকে এইরূপ উভয়ের ভেদ সহৃদয়গণের বিভাব্য।

১৬। ন্যূনপদতা—আবশ্যক পদের অভাবে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"কেন জীব মায়া বদ্ধ হওরে সতত।" এস্থলে (মায়া জালে বদ্ধ) বলা উচিত ছিল।

১৭। পুনরুক্তি—এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখের নাম্ পুনরুক্তি দোষ বলে। যথা—

"তিনি নাকি এখানে আসিবেন বলিয়া ভাদের দ্বারা নাকি তিনি খবর দিয়া পাঠিয়েছেন।" এখানে "তিনি" ও "নাকি" এইপদদুইটী পুনঃ পুনঃ উক্ত হওয়ায় ঐ দোষ হইল।

অথবা—"পদ্মিনীর শেষ দশা করিয়া স্মরণ
পথিকের বাহ্যজ্ঞান হইল হরণ
ভাবভরে কেঁপে উঠে মানস কমল
প্রভাত সমীরে যথা ফুল্লশতদল।"

কর্ম্মদেবী।

এখানে মানসকমল ফুল্লশতদলের ন্যায় এইরূপ এক কমল দুইবার উক্ত হওয়ায় উল্লিখিত দোষ হইল।

১৮। হতবৃত্ততা—পদ্যে কিম্বা গদ্যে ভাষাশ্লথ হইলে হতবৃত্ততা দোষ হয়। ছন্দের বৈপরীত্যেও উক্ত দোষ হইয়া থাকে। যথা—

"কহিলা রাক্ষসপতি" না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ! এ ভবমণ্ডলে
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ! নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।

বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রণে কভু বা ভূতলে।"

মেঘনাদ।

অথবা—"করে ধরি বীরাঙ্গনা কাতর্য্য প্রকাশি
দ্রুপদ নন্দিনী কয় পার্থ মহাবীরে,
ত্যজি অশ্রুবারি লও নাথ অবলার
পাথেয়স্বরূপ স্মৃতিচিহ্ন, শত্রুনাশে
স্থির সন্ধ হয়ে যাও হিমাচলে, ব্রত
তপস্যায়, রক্ষক তোমায় সুরাসুর
পাবক পূষণসম যক্ষ রক্ষঃ সবে।
স্বকার্য্য সাধিয়া পুনঃ আসিবে যখন
প্রেমাশ্রু সদৃশ ইহা করিব গণন।"

অলঙ্কার।

ছন্দের বৈপরীত্যে যথা—

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা, গর্ভস্থ অনল।
অসুর জয়উৎক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন, হৈল নভঃস্থল।

বৃত্রসংহার।

এস্থলে প্রথম দুই অমিত্রাক্ষরছন্দে ভাষাশ্লথ হওয়ায় উক্তদোষ হইল। দ্বিতীয় ধীরললিত ত্রিপদীছন্দ শান্ত প্রভৃতি রসের অনুকূল, বীর রসের অনুকূল নহে।

১৯। সন্ধিগতকষ্টতা—সন্ধিথাকায় যাহার অর্থ অতি কষ্টে বোধ হয় তাহাকে সন্ধিগতকষ্টতা দোষ বলে। যথা—

"যদ্যপ্যেকশ টাকা খরচ করিলাম
তথাপ্যাটচালাখানা ছাওয়া হলো না"।
ইত্যাদি গ্রন্থে অব্যবহার্য্য।

২০। অর্দ্ধান্তরৈকপদতা—একপদ ভিন্ন ভিন্ন চরণে বিভক্ত হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"হায় কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর তুমি অনি
বার, কেশের সাঁকোয় পার হবে কি তটিনী।"

উদ্ভট।

প্রথম চরণে "অনি" দ্বিতীয় চরণে "বার" থাকায় উক্ত দোষ হইল।

২১। সমাপ্তপুনরাত্তা—যেখানে বাক্য শেষ করিয়া আবার যদি পদ বা বাক্য গৃহীত হয়, তথায় সমাপ্তপুনরাত্তা দোষ বলে। যথা—

"অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল,
ঘোরশব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত। ভীমলম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে
শূলহস্তে।"

বৃত্রসংহার।

এই পদ্যাংশে বাক্য শেষ করিয়া পুনর্ব্বার "শূলহস্তে" বিশেষণ দেওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

২২। ক্রমভগ্নতা—পদ অথবা বাক্য যে ক্রমে বিন্যস্ত হইয়া সদর্থ প্রকাশ করে সেই ক্রম ভগ্ন হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"আইল সমর কাল বসন্ত সদৃশ
নব যুদ্ধ অনুরাগে উন্মত্তা রাক্ষসী
রামের কর্কশ শরে হইয়া নিহত
প্রাণেশ ভবনে তদা করিলা গমন।"

অলঙ্কার।

এখানে রামের তাড়কা নিধন বর্ণনায় শৃঙ্গাররস ব্যঞ্জক দ্বিতীয় অর্থ প্রকৃত বীররসের বিরোধী হওয়ায় সমগ্র বাক্যগত উক্ত দোষ হইল। অপিচ, "রামের কর্কশশরে" না দিয়া "রামরূপ কাম শরে" এইরূপ বলিলে পদগত ক্রম ভগ্ন হইত না।

২৩। প্রসিদ্ধিত্যাগ— কবিসময় প্রসিদ্ধ বিষয়ের ত্যাগে উক্ত দোষ হয়। যথা—

.... যবে শচীপতি
স্বরীশ্বর শচী সহ দেব সভামাঝে
বসিতেন হৈমাসনে। নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদুমন্দপদে;
করেন পুরস্কার হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে তুষ্টভাবে।

তিলোত্তমা।

এখানে শশধর পার্শ্বে তারাবলীর নৃত্য বর্ণন করায় উক্ত দোষ হইল। অথবা "গভীর মেঘেররব" এস্থলে "মেঘের গর্জ্জনই" প্রসিদ্ধ সুতরাং উক্ত দোষ হইল; যেহেতু—নূপুরাদিতে রুনু ঝুনু ধ্বনি, পক্ষীদিগের কূজনাদি, সুরতে স্তনিত মণিতাদি ও মেঘাদিতে গর্জ্জন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আছে।

এতদ্ভিন্ন কবিসময় প্রসিদ্ধ কতকগুলি বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল প্রসিদ্ধি কবিরা যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়া থাকেন; কারণ, না করিলে বোধ হয় কাব্যের পুষ্টতা ও মধুরতা হয় না; সেই জন্য সংস্কৃতে কেন, অনেক কবি স্ব স্ব মাতৃ ভাষায় এইরূপ প্রসিদ্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া কাব্যে মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলেন এইসমস্ত প্রসিদ্ধি যাঁহার কাব্যে নাই তিনি সৎকবি হইবার যোগ্য নহেন।

প্রাচীন কবিসময় প্রসিদ্ধি যথা—

আকাশে পাপেতে রয় মলিন বরণ
হাস্য কীর্ত্তি যশে করে ধবল বর্ণন।
ক্রোধ আর অনুরাগ লোহিতে প্রকাশ
সাগর নদীতে হয় পদ্মাদি বিকাশ।
হংস আদি পক্ষী করে জলে বিচরণ
চকোর চকোরী পেয় চন্দ্রের কিরণ।
বর্ষায় মানস সরে হংসগণ যায়
অশোক চরণাঘাতে বিকশিত হয়।
পুষ্পিত মুখমদে বকুল অঙ্গনার
বিরহ সন্তাপে ভগ্ন হবে মুক্তাহার।
কুসুমে রচিত ধনু ভ্রমর সিঞ্জিনী
পুষ্পবাণ অনঙ্গের রতি সহায়িনী।
কামিনী কটাক্ষ তুল্য মদনের শর
ছিন্ন ভিন্ন হবে তায় যুবক অন্তর।
দিবসে পঙ্কজ হয় কুমুদ নিশায়
শুক্লপক্ষ সুদৃশ্য চন্দ্রিকা বর্ণনায়।
মেঘের গর্জ্জনে নৃত্য করে শিখিদল
অশোকে কবির মতে না বর্ণিবে ফল।
চন্দনের পুষ্পফল বসন্তেতে জাতী
কদাচ ন বর্ণনীয়, সৎকবির রীতি।

২৪। অস্থানপদতা—অযোগ্য স্থানে পদ বিন্যাসে অস্থানপদতা দোষ হয়। যথা—

"ওহে দরিদ্র তোমার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন কর।" এখানে দরিদ্রের সিংহদ্বার কিম্বা তোরণদ্বার উক্ত হওয়ায় ঐ দোষ হইল।

অথবা—"পশুর বীরপুরুষের সহিত তুলনা অতি লজ্জাকর।"

এখানে ভাবিয়া দেখিলে এই কথায় পশুরগৌরব বৃদ্ধি হয়, সুতরাং "বীরপুরুষের" পূর্ব্বেবলিয়া পরে 'পশুর" বলিলে বাক্যগত উক্তদোষ হইতনা।

২৫। সঙ্কীর্ণতা— উভয় বাক্যগত পদের উভয় বাক্যে প্রবেশ হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"ত্যজ চন্দ্র চন্দ্রমুখী গগনে উদিল মান।"

অলঙ্কার।

এখানে মান ত্যজ চন্দ্র উদিল এইরূপ হওয়াউচিত ছিল। ক্লিষ্টতায় একবাক্যগত দোষ, এখানে বাক্যদ্বয়গত হওয়ায় উভয়ের ভেদ দুর্ব্বোধ্য নহে।

২৬। ক্লিষ্টতা বা দুরন্বয়—যাহাতে অতি ক্লেশে অন্বয় বোধ হয় তাহাকে ক্লিষ্টতা বা দুরন্বয় দোষ বলে। যথা—

"মহাবীর অতিকষ্টে চিন্তা বহুক্ষণ
প্রবেশিল নানা করি অশোক কানন।"

উদ্ভট।

অথবা—"ত্যজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী;
যথা পক্ষিরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গোপরি
কিম্বা বিশাল রসাল তরু শাখাপাশে
বসে উড়ি; হিমাচলে আইলা বাসব।"

তিলোত্তমা।

অথবা— "শোভে কাঞ্চন প্রাসাদ; বিভায় যাহার

অনন্ত লোক ধাঁধিল ধরার আঁথি।"

সম্বর বিজয়।

এখানে বাক্যগত দুরন্বয় হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

অর্থদোষ।

এই প্রকার বাক্যগত দোষের বিষয় শেষ করিয়া অধুনা অর্থগত দোষ নিম্নে নির্দ্ধারিত করা যাইতেছে। অপুষ্টতা, দুষ্ক্রমতা, ব্যহততা, কষ্টার্থতা ও অনবীকৃততা, নির্হেতুতা, প্রকাশিত বিরুদ্ধতা, সন্দিগ্ধতা, রুক্তপুনা এবং বিদ্যাবিরুদ্ধতা, ইহারা উল্লিখিত অর্থগত দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

ক্রমিক উদাহরণ। যথা—

২৭। অপুষ্টতা—যে শব্দের প্রয়োগে অর্থের পুষ্টতা হয় না তাহাকে অপুষ্টতা দোষবলে। যথা—

বিস্তৃত আকাশে বিধু করি দরশন

ত্যজ মান অয়ি প্রিয়ে রোষ কি কারণ।

অলঙ্কার।

অথবা—"ক্রমে ক্রমে গত দিবা আগত তামসী

কিহেতু উদিত নয় নিশানাথ শশী॥

বিধুর বদন বিধু অনবলোকনে

বিধুর চকোর চায় চঞ্চল নয়নে॥"

সদ্ভাবশতক।

প্রথম পদ্যে "বিস্তৃত" ও দ্বিতীয় পদ্যে চন্দ্রের "বিধুবদন" শব্দ দুইটী দ্বারা মান ও রোষ ত্যাগের এবং দ্বিতীয় পদ্যের মাধুর্য্য দানের কোন রূপ উপকার সাধিত হইতেছে না সুতরাং উল্লিখিত দোষ হইল।

অধিক পদতায় বাক্যার্থ জ্ঞানের হানি হইয়া থাকে, এখানে কেবল পদার্থের দোষ হওয়ায় বিরোধের সম্ভাবনা রহিলনা। নিরর্থকতায় একমাত্র পদগত দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

২৮। দুষ্ক্রমতা—দ্রব্যের উৎকর্ষানুসারে না বলিলে ঐরূপ দোষ হয়। যথা—

"মহারাজ! আপনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অব্যাহতগতি, ও একচ্ছত্রী, ধর্ম্মাধিকরণে আপনি ধর্ম্মরাজতুল্য, অর্থ বলে ধনাধিপতি কুবেরের সমকক্ষ এবং শাস্ত্রার্থজ্ঞানে দেবগুরু বৃহস্পতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, নিঃসহায় নিঃসম্বল দীন দরিদ্রদিগকে অভিপ্রেত বস্তু দানকরেন বলিয়া লোকে আপনাকে দাতাকর্ণ বলে, গাম্ভীর্য্যগুণে আপনি সমুদ্র সদৃশ, স্থিরতায় পর্ব্বতের ন্যায় ও পৃথিবীতুল্য সহিষ্ণুতা, পশুরাজ সিংহেরন্যায় আপনার পরাক্রম, শত্রুসন্দর্শনে আপনার ক্রোধানল প্রজ্বলিত দেখিয়া লোকে আপনাকে ব্যাঘ্রের ন্যায় আশঙ্কা করে এবং শত্রুকে মুমূর্ষু ও মৃতবৎ দর্শন করিলে ভল্লুকেরন্যায় আপনি পরিহার করেন, কিমধিক বুদ্ধিমত্তায় শৃগালো বিজিত এবং একতাবন্ধনে বায়সসদৃশ, সতর্কতায়ো আপনি সারমেয় বিজয়ী, আপনি ধন্য আপনার প্রজাগণো ধন্য।

অলঙ্কার।

২৯। ব্যাহততা—প্রথমে কোন দ্রব্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বলিয়া অন্যপ্রকার প্রতিপাদন করিলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্রবাসব
কাঞ্চন তোরণ, রাজতোরণ আকার,
আভাময়; তাহে জলে আদিত্য আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্য জিনি, রতন নিকর।

তিলোত্তমা।

প্রথমে "আদিত্য আকৃতি" বলিয়া আদিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, পুনরায় "আদিত্য জিনি প্রতাপে" বলিয়া আদিত্যের অপকর্ষ বর্ণনা করায় উক্ত দোষ হইল। এই পদ্যটীতে অধিক পদতা ও অনবীকৃততা দোষ আছে।

৩০। কষ্টার্থতা—অতি কষ্টে যে অর্থ বোধ্য তাহাকে উক্ত দোষ বলে। যথা—

"কমলা বসতি করে যাহে অনুক্ষণ
বুঝি তার জন্মস্থানে আমার মরণ।"

অলঙ্কার।

এখানে কমলা লক্ষ্মী, তাহার বসতি পদ্ম, তাহার জন্মস্থান জল, তাহাতে মরণ (অর্থাৎ জলে ঝাঁপ দিব) এই জল অর্থ কষ্টে বোধ হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

৩১। অনবীকৃততা—এক পদের নূতন ভাবে উল্লেখ না করিলে উক্ত দোষ হইয়া থাকে। যথা—

সর্ব্বদা আকাশে সূর্য্য করে বিচরণ
সর্ব্বদা নির্ম্মল বায়ু হইছে বহন।
সর্ব্বদা অনন্ত রক্ষা করে ভূমণ্ডল
সর্ব্বদা পরের ছিদ্র খোঁজে তথা খল॥

উদ্ভট।

এখানে সর্ব্বদা পদের আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈচিত্র বিশেষ দেখান উচিত, পুনরুক্তিতে এরূপ নাই।

নবীকৃততায় যথা—

সর্ব্বদা আকাশে সূর্য্য করে বিচরণ
দিবারাত্র সুনির্ম্মল বহিছে পবন
নিয়ত ... ...
সতত ... ...

৩২। নির্হেতুতা—কারণ না থাকিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"হে অসিরাজ সর্ব্বযোধাগ্রগণ্য আমার পিতা শত্রুসমীপে লাঞ্ছনা

ভয়ে তোমাকে গ্রহণ করিয়া বহুতর সমরাঙ্গণে বিপক্ষদিগের উষ্ণ রুধির প্রবাহে সিক্ত করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি আমার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া শত্রুভয় না করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে শস্ত্র আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিব, তুমি অন্তর্হিত হও তোমার মঙ্গল হউক।

অলঙ্কার।

এইরূপ অশ্বত্থামার অস্ত্রত্যাগে কোনরূপ কারণ উক্ত না হওয়ায় উল্লিখিত দোষ হইল।

যথা বা— "বিশাল বারিধি মাঝে বহিত্র বাহিয়া
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়,
সুস্থচিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।

পদ্যপাঠ।

এখানে কাহারো মতে কর্ণধারের সাগর গমনে হেতু নাথাকায় উক্ত দোষ হইযাছে।

৩৩। প্রকাশিতবিরুদ্ধতা— বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশে উক্ত দোষ হয়। যথা—

মহারাজ তব পুত্র হোক রাজ্যেশ্বর
সুখী হোক প্রজাগণ ধনাঢ্য নগর।

অলঙ্কার।

এইরূপ আশীর্ব্বাদে আপনার রাজ্য যাউক, প্রজাগণের অত্যন্ত দুঃখ, এই বিরুদ্ধার্থ প্রকাশে উক্ত দোষ হইল।

৩৪। সন্দিগ্ধতা—অর্থাগমে সন্দেহ হইলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

" নাদিল দানববালা হুহুঙ্কার রবে
নাদিল অশ্ব হস্তী উচ্চ তোরণদ্বারে।"

মেঘনাদ।

এখানে অশ্ব হস্তী নাদিল, ইহাদ্বারা বিষ্ঠাত্যাগ অর্থে সন্দেহ হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

৩৫। পুনরুক্ততা—এক অর্থ উক্ত হইয়া পুনরায় উক্ত হইলে পুনরুক্ততা দোষ হয়। যথা—

না করিয়া বিবেচন কার্য্য না করো কখন
অতীব বিপদ পাত্র হয় অবিবেক।
নাচায় কুল সৌন্দর্য্য গুণ লোলুপ ঐশ্বর্য্য
আশ্রিত তাহার, যার কর্ত্তব্যে বিবেক॥

অলঙ্কার।

যথা বা—ললাটেতে বারংবার প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনিতার, শব্দ শব্দ ঝন্ ঝন্॥

পদ্মিনী।

এখানে প্রথম পদ্যে দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ প্রথমার্দ্ধের শেষ চরণের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় উল্লিখিত দোষ হইল।

দ্বিতীয়পদ্যে "রণৎকারধ্বনি" ও "ঝন্ ঝন্ শব্দ" এই দুয়ের এক অর্থ হইলেও বারংবার উক্ত হওয়ায় ঐ দোষ হইল।

৩৬। বিদ্যাবিরুদ্ধতা—বিদ্যা বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হইলে উল্লিখিত দোষ হয়। যথা—

"রমণীর অধরেতে নখের আঘাত।" এখানে অধরে "দন্তের আঘাত" এইরূপ না বলায় রতিশাস্ত্রগতবিদ্যাবিরুদ্ধতা দোষ হইল; এইপ্রকার সর্ব্বত্র।

রসদোষ।

অধুনা অর্থদোষ সমাপ্ত করিয়া রসদোষ বলাযাইতেছে। শৃঙ্গারাদি রসের, রতি আদি স্থায়ী ভাবের, নির্ব্বেদ প্রভৃতি সঞ্চারী ভাবের বর্ণনা কালে স্বীয় স্বীয় নাম উল্লিখিত হইলে স্বশব্দ বাচ্য দোষ হয়। বিরোধী রসের গ্রহণ প্রভৃতি স্থলে উক্ত দোষ, রসগত দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই দোষ শ্রোতা ও পাঠকদিগের লজ্জা ও বিরক্তি কারণ হইয়া থাকে। যে সাহিত্যসেবী মহাত্মাগণ উল্লিখিত দোষ সকল পরিহার

করিয়া মনোমুগ্ধ সাহিত্য রচনায় সমর্থ তাঁহারা যথার্থ সৎকবি, তাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থই শব্দব্রহ্ম বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, এই ভূমণ্ডলে তাঁহারা ধন্য আমিও এই প্রসঙ্গে সেই মহাত্মাগণকে স্মরণ করিয়া রসগত দোষের উদাহরণ নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

৩৭। স্বশব্দবাচ্য—রসের স্বশব্দে অর্থাৎ তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া বর্ণনা করিলে উক্ত দোষ হয়। যথা—

"আবার সেভঙ্গী কত, যেন রৌদ্ররসে রত,
উগ্রভঙ্গী অপাঙ্গ যুগলে।
কপালে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ূখচ্ছলে,
রক্তছটা স্থলশতদলে॥"

কর্ম্মদেবী।

এখানে "রৌদ্ররস" স্বশব্দে বাচ্য হওয়ায় রসদোষ হইল।

৩৮। স্থায়ী ভাবের স্বশব্দে দোষ। যথা—

"যদি সে কখনো কোনস্থানে তোমাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে নিশ্চয় সেই সর্ব্বলোক ললাম রমণীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব রতিভাব লক্ষিত হইবে"

অলঙ্কার।

এখানে 'রতি, স্বশব্দে উক্ত হওয়ায় রসগত দোষ হইল।

৩৯। সঞ্চারী ভাবের স্বশব্দে দোষ। যথা—

"প্রিয়ের চুম্বনে মুগ্ধা অতি লজ্জাবতী।"

অলঙ্কার।

এখানে সঞ্চারীভাব "লজ্জা" স্বশব্দে বাচ্য হওয়ায় উক্ত দোষ হইল। "মুদ্রিত নয়না" এরূপ নয়ন মুদ্রণ করিয়া অনুভব দ্বারা বলিলে দোষ হইতনা।

৪০। বিরোধী রসের গ্রহণে দোষ। যথা—

"ত্যজ মান অয়ি প্রিয়ে রোষ কি কারণ
নিমেষে বিনষ্ট হয় অমূল্য যৌবন।"

অলঙ্কার।

যথা— ....পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা মম,
নতুবা মরিব রণে যা থাকে কপালে!
দানব কুল সম্ভবা আমরা দানবী!
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে
দ্বিষৎ শোণিত নদে, নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি-লো! মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীর পণা
দেখিব, যেরূপ দেখি শূর্পনখা পিসী
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে, ...।

মেঘনাদ।

প্রথম পদ্যে যৌবনের অস্থিরতা নিবেদন——আদি রসের বিরোধী শান্তরসের অঙ্গ, আদিরসে প্রযোজ্য নহে। দ্বিতীয় পদ্যে প্রমীলা বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া বীরাঙ্গনা সদৃশ উৎসাবাক্য বলিতে বলিতে সহসা লক্ষ্মণের রূপলাবণ্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন; সুতরাং বীর রসের বিরোধী শৃঙ্গার রসের বর্ণনা করায় উক্ত দোষ হইল।

সহসা রসের বিচ্ছেদ ও অন্য বিরোধী রসের বিস্তার করিলে কাব্যের মাধুর্য্য নষ্ট হয় এবং পুনঃ পুনঃ এক রসের প্রাবল্য দেখাইলে সাধারণের বিরক্তিকর দোষ ঘটিয়া থাকে। যাহার বিষয় লইয়া বর্ণনা করা হয় সেই প্রধান, কবি বর্ণনায় বিভোর হইয়া মধ্যে মধ্যে যদি প্রধানের উল্লেখ না

করেন তাহা হইলে রসবোধের প্রতিবন্ধক বর্ণনা কবিসমাজে আদরণীয় নহে। প্রধানকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রধানের গুণ কীর্ত্তনে ঐরূপ দোষ হইয়া থাকে। তাহার একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

কোন ব্যক্তি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পাত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। বহু অন্বেষণের পর নিজ দেশের সন্নিকটবর্ত্তী একগ্রামে সদ্বংশজাত বিবাহ যোগ্য কুলীন বালককে কন্যাদান করিবেন ঠিক করিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পাত্র দেখিতে পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা ও অপরাপর পরিবারবর্গ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন পাত্রটী দেখিতে কেমন, কি কাজ করে, কত বড়, বয়স কত, এই প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ তিনি বলিতে লাগিলেন——আঃ কি বাতাস বাটীর প্রাঙ্গণ যেমন প্রশস্ত তেমনি বাতাস, বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেই বাতাসে গাত্রবস্ত্র উড়িয়া যাইতে লাগিল কোন প্রকারে অগ্রসর হইয়া একটী শয়ন গৃহের সম্মুখস্থ এক জীর্ণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলাম। ইত্যবসরে এক বৃদ্ধা বোধহয় ছেলের পিতামহী একটী জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আনিয়া আমার সম্মুখে রক্ষা করিলেন। হস্তপদাদি ধাবন করিয়া কিঞ্চিৎ,—কিঞ্চিৎ কেন পূরমাত্রায় জলযোগ করিয়া দেখিলাম বাটীর একদিকে একহস্ত পরিমিত দুর্ব্বাঘাস জন্মিয়াছে আমার মনে হইল যদি আমাদের গরুটা এখানে আনিতাম সে উদরপূরে তৃণ ভক্ষণ করিত,তারপর ছেলের পিতার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছি সহসা মনে হইল যদি একটা চর্ম্মকারকে পাই জুতাটী স্যারাইয়া লই, কি ভগবানের দয়া মনে করিতে না করিতে নিকটে চর্ম্মকারকে দেখিতে পাইলাম তৎক্ষণাৎ জুতা সারাইয়া ক্রমশঃ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তবে পাত্রটী দেখিতে মন্দ নয়।

অলঙ্কার।

এখানে অপ্রধানের কীর্ত্তন করায় বক্তা হাস্য পরিহাসের যোগ্য হইলেন। এইরূপ অঙ্গের বিস্তারো একটী মহাদোষ, অর্থাৎ কবি বর্ণনীয় বিষয়ের আনুসঙ্গিক বর্ণনা লইয়া যদি গ্রন্থ বিস্তার করেন তাহা হইলে কবির কবিত্ব শক্তি প্রকাশ হয় বটে কিন্তু তিনি সৎকবি এরূপ বলা যাইতে পারেনা,

এবিষয় সহৃদয় গণের বিভাব্য।

প্রকৃতির বিপর্য্যয়নামে আর একটী দোষ আছে, প্রকৃতি অর্থে কাব্যের উৎপত্তি কারণ নায়ক কিম্বা নায়িকা ত্রিবিধ-দিব্য, অদিব্য, দিব্যাদিব্য, এই অনুক্রমে উত্তম অধম ও মধ্যম, বর্ণনা স্থলে ইহাদের গুণ বিপর্য্যয় হইলে উক্ত দোষ হয়। — যথা দিব্য নায়ক রামচন্দ্রের ছলে বালিবধ অদিব্য অর্থাৎ অধম নায়কের কার্য্য হইয়াছে ইত্যাদি দোষে রসের অপকর্ষ হইয়া থাকে।

অলঙ্কারদোষ।

এক্ষণে রসগত দোষ শেষ করিয়া অলঙ্কার দোষ বলা যাইতেছে অলঙ্কার দোষ পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল হইতে পৃথক নহে; যথায় চারি চরণের মধ্যে এক চরণে যমক নাই অপর তিন চরণে যমক থাকিলে তথায় যমক দোষ বলে। উপমালঙ্কারের উপমানের অসাদৃশ্য ও অসম্ভব হইলে অনুচিতার্থতা দোষ হয়। উপমানের জাতি ও প্রমাণগত ন্যূনতা এবং জাতি ও প্রমাণগত আধিক্য হইলে এরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষ হয়। অর্থান্তরন্যাসে উৎপ্রেক্ষিতার্থের সমর্থনেও উক্ত দোষ হইয়া থাকে। ক্রমে তদুদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল।

৪১। যমক ভঙ্গে দোষ। যথা —

"পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা
তরিবারে ভবসিন্ধু ভব সে ভরসা।"

উদ্ভট।

এখানে সিন্ধু ভব করিলে আর দোষের সম্ভাবনা থাকেনা এইরূপ সর্ব্বত্র।

৪২। উপমানের অসাদৃশ্যে। যথা —

"জলবুদ্বুদের ন্যায় আশারশ্মি বিলীন হইয়া গেল"

এখানে জলবুদ্বুদ উপমান (উপমান প্রসিদ্ধ উপমেয় অপ্রসিদ্ধ এইরূপ সর্ব্বত্র) ইহার সহিত রশ্মির সাদৃশ্য না হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

৪৩। উপমেয় উপমানের অসম্ভবে। যথা—

কনক বরণী তরুণী চারু।
কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু॥
অপরূপ এই প্রমদা তরী।
যৌবন সাগরে লোকন করি॥
ইহার ধনিক বণিক কই।
কহনা আমায় যতেক সই॥

কর্ম্মদেবী।

এস্থলে তরুণী শব্দে তরণী অর্থ করিয়া যুবতীর সহিত নৌকার উপমা দেওয়ায় উক্ত দোষ হইল যথা বা—"প্রজ্বলিত জলধারার ন্যায় আপনার শরজাল পতিত হইতেছে" এখানে অগ্নির কার্য্য প্রজ্বলন কিন্তু জলে অসম্ভব হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

৪৪। উপমানের জাতিগত নূন্যতা। যথা—

"সেই রাজা সংগ্রামে চাণ্ডালের ন্যায় অধিক সাহসী" এখানে চাণ্ডালের জাতিগত ন্যূনতায় দোষ হইল।

৪৫। উপমানের প্রমাণ গত ন্যূনতা। যথা—

"কর্পূর খণ্ডের ন্যায় চন্দ্রবিম্ব শোভা পাইতেছে" চন্দ্রবিম্ব জ্যোতির্ম্ময় হেতু কর্পূর খণ্ডের প্রমাণগত ন্যূনতায় দোষ হইল।

৪৬। উপমানের জাতিগত আধিক্য। যথা—

"মহাদেবের ন্যায় নীলকণ্ঠ ময়ূর শোভা পাইতেছে" অত্র মহাদেবের জাতিগত আধিক্য হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত দোষ হইল।

৪৭। উপমানের প্রমাণগত আধিক্য। যথা—

"বৃহৎতালবৃক্ষ সদৃশ তাহার নাসিকাদণ্ড" এস্থলে তালবৃক্ষের প্রমাণ গত আধিক্য বশতঃ উল্লিখিত দোষ হইল।

৪৮। উৎপ্রেক্ষিতার্থ সমর্থনে দোষ। যথা—

আহা অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির
পূর্ণ, পদ্মপত্র বুঝি সীতার সুন্দর
অশোক কাননে শোভে সাজায়ে কাননে
শোভায় শোভার বৃদ্ধি হয় সব স্থানে।

অলঙ্কার।

এখানে অর্থান্তরন্যাসযুক্ত শেষচরণ পূর্ব্বোক্ত উৎপ্রেক্ষিতার্থকে সমর্থন করায় উক্ত দোষ হইল—যেন, বুঝি, বোধহয় ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়, (অলঙ্কারে দ্রষ্টব্য)।

৪৯। উপমেয় উপমানের লিঙ্গ ও বচন ভেদে ক্রম-ভগ্নতা দোষ হয়—লিঙ্গভেদে। যথা —

"সুধার ন্যায় নির্ম্মল চন্দ্র" সুধা স্ত্রীলিঙ্গ চন্দ্র পুংলিঙ্গ উভয়ের লিঙ্গ ভেদ হেতু উক্ত দোষ হইল।

৫০। বচনভেদে দোষ। যথা—

"এই বালকটীর শরীরে রাজগণের ন্যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়াযায়" এখানে বালক ও রাজগণের বচনভেদজন্য পূর্ব্বোক্ত দোষ হইল।

দোষের গুণ।

উল্লিখিত দোষ সকলের মধ্যে কোন কোন দোষ স্থল বিশেষে গুণে পরিণত হয়।

১। বক্তা যদি রোষ পরায়ণ হয় রৌদ্রাদি রসে শ্রুতিকটুর গুণ হয়। যথা—

"রাবণ শশুর মোর, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই কভু ভিখারি রাঘবে" এখানে "ডরাই" পদটী শ্রুতিকটু হইলেও গুণে পরিণত হইল।

২। ঔদ্ধত্য বর্ণনায়ো শ্রুতি কটু গুণাবহ হয়। যথা—

মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম ঘুম ঘাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
ঊর্দ্ধ বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম লাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে!
ভস্ম শেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥

অন্নদামঙ্গল।

এখানে দক্ষযজ্ঞ নাশ বর্ণনায় ঔদ্ধত্যবর্ণ বিন্যাস শ্রুতিকটু হইলেও অতিশয় গুণাবহ হইল। এইরূপ রৌদ্র, বীর, বীভৎস, রসে গুণহয়।

৩। নিহতার্থতা ও অপ্রযুক্ততাদোষের শ্লেষাদি স্থলে গুণ হয়। যথা—

আইল বসন্ত কাল সমর সদৃশ
নবযুদ্ধ অনুরাগে উন্মত্তা রাক্ষসী।
রামরূপ কামশরে হইয়া নিহত
প্রাণেশ ভবনে তদা করিলা গমন॥

অত্র "প্রাণেশ" শব্দটীর যম অর্থে নিহতার্থতা দোষ হইলেও শ্লেষে প্রয়োগ করায় গুণ হইল।

৪। অপ্রযুক্ততায় গুণ। যথা—

দিবাকরসম হেরি কুশিকনন্দন
রাবণে, হইল ভীত সবল বাহন।

অলঙ্কার।

এখানে দিবাকর অর্থে সূর্য্য কিন্তু কাক অর্থে অপ্রযুক্ততা দোষ হইলেও শ্লেষে গুণ হইল এবং কুশিকনন্দন অর্থে ইন্দ্র কিন্তু পেচক অর্থে উক্ত দোষ হইলে ও ঐরূপ পরিণত হইল।

৫। পুনরুক্তি-বিষাদে, বিস্ময়ে এবং অনুপ্রাসে গুণাবহ হয়-বিষাদে। যথা—

"হায় হায় সর্ব্বনাশ হইল আমার" হায় হায় এই পদটী পুনরুক্ত হইলেও দুষ্ট নহে।

৬। বিস্ময়ে যথা—

"একি লো একি লো একি শুনি শ্রবণে" এখানে একি লো পদ পুনরুক্ত হইলে ও গুণাবহ হইল।

৭। অনুপ্রাসে যথা—

কুলু কুলু ধ্বনি চলে মন্দাকিনী
দেব কুল প্রিয়া পবিত্র তটিনী।

বৃত্রসংহার।

এস্থলে কুলু কুলু শব্দের পুনরুক্তিতে দোষ হইল না।

৮। পুনরুক্তি দোষের দৈন্য স্থলে গুণ হয়। যথা—

নাহি জানি স্তব স্তুতি ভকতি বিহীন
দয়া করি কর মুক্ত আমি অতি দীন॥

উদ্ভট।

অত্র স্তব স্তুতি পুনরুক্তিতে গুণ হইল।

৯। হর্ষ স্থলে পুনরুক্তি গুণ হয়। যথা—

চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ
চেতনা যাহার চিতে সেই চিদানন্দ।

অন্নদামঙ্গল।

এখানেও চেতরে শব্দের পুনরুক্তিতে দোষ হইলনা।

১০। ব্যাজস্তুতিতে সন্দিগ্ধতা দোষ হয় না। যথা—

...ন সভাজন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়

কোন গুণ নাই যথা তথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ বড়।

অন্নদামঙ্গল।

মহাদেবকে ছলে স্তুতি করায় অর্থের সন্দিগ্ধতা দোষ হইলনা।

১১। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইলে উভয়ের কথোপকথনে শ্রুতিকটু ও ক্লিষ্টার্থতা দোষ হয় না, এবং স্থান বিশেষে স্ত্রী পুরুষের আলাপে অশ্লীলতা দোষ গুণাবহ হয়। ইহা প্রায় অভিনয় ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় আলঙ্কারিকেরা বোধ হয় সেই উদ্দেশেই এই বিধি প্রচলিত করিয়াছেন। অধম ব্যক্তির উক্তিতে গ্রাম্যতা দোষ হয় না ও প্রসিদ্ধ বিষয়ে নির্হেতুতা গুণ হইয়া থাকে। কর্ণকুণ্ডল প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে, আনন্দোক্তিতে ন্যূন পদতায়, স্থল বিশেষে অধিক পদতায় ও হতবৃত্ততায় এবং পরের কার্য্যাদি অনুকরণে দোষ হয় না।

পণ্ডিত বক্তা। যথা—

"আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধুম উঠে গগন মণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বত গহ্বরে বিরহীর পরমাদ॥
পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে সুরূপ বিহঙ্গ॥
তম অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পুচ্ছে চাঁদ ছাঁদি ডাকিলেক সেই॥"

বিদ্যাসুন্দর।

অথবা— বৎস! প্রথমতঃ ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় অর্থাৎ বহ্নিকে ছাড়িয়া ধূম কখনই থাকিতে পারেনা; ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত হয়. ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেক নিশ্চয়ই প্রধান কারণ। ধূম বহ্নিকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারেনা, যেকাল পর্য্যন্ত এরূপ জ্ঞান নাহয়, ততঃক্ষণ শত সহস্র স্থলে বহ্নি ও ধূমের একত্রাবস্থানরূপ অন্বয়নিশ্চয়ে ব্যাপ্তি স্থির হয়না। উক্তরূপে ব্যাপ্তি স্থির হইলে পর পর্ব্বতাদিতে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম দর্শনের পর ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এরূপ স্মরণ হয়, হইলে বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্ব্বতে আছে এরূপ পরামর্শ হয়, অনন্তর পর্ব্বতে বহ্নি আছে এইপ্রকার অনুমান হইয়া থাকে।" এই সকল স্থলে কর্কশ ও দুর্ব্বোধ্য অর্থ দুষ্টনহে।

১২। স্থলবিশেষে স্ত্রী--পুরুষের আলাপে অশ্লীলতা গুণ হয়। যথা—

প্রথম সখী। যদি জ্বালাই বুঝেছ, তবে সাধকরে সে জ্বালায় জ্বল্‌ছো কেন? তারে ভুলে যাও।

হোসনা। তারে ভুল্‌বো? পাগল! ভোল্‌বার জ্বালার চেয়ে. এ জ্বালায় অনেক সুখ। তারে ভুলবো ভাবলে আমি আপনাকে ভুলে যাই। তোমরা সে ছল্‌ছল্ চাহনি দেখনি, তা'হলে তাহারে ভুল্‌তে বোল্‌তে না। আহা! জ্যোৎস্নায় সে এসে বকুলগাছের তলায় ব'সেছিল, আমি জানলায় দাঁড়ায়ে আকশের পানে চেয়ে ছিলেম হঠাৎ তার পানে দৃষ্টিপড়্‌লে দেখ্‌লেম সেও আমার পানে চেয়ে আছে; আর চোক ফেরাতে পারলেমনা। তখনি আপনাকে আপনি বিকিয়ে তার দাসী হলেম, সই! তারে না পেলে আমি বিষ খাব।

সখীগণের গীত।

বেশী ভাল নয় ওলো মাখামাখি
ওলো আপনারে বিকিয়ে শেষে প'ড়না ফাঁকি॥
কাছে এসে হেসে
কাঁদাবে লো শেষে
কি জ্বালা জাননা, হানে যদি পোড়া আঁখি॥

মনে বুঝে আগেতে
হাত দিও প্রেমেতে
পার যদি ধরো ওই, অচেনা বিদেশী পাখী ॥

এরূপ অভিনয়াদিস্থলে শ্রুতিকটু ও অশ্লীলার্থ প্রভৃতি বাক্যে দোষ হয় না কিন্তু গুরুজনের সন্নিধানে এরূপ অশ্লীলার্থবোধকবাক্যবিন্যাস অতীব দোষাবহ, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

১৩। অধমজাতির উক্তিতে গ্রাম্যতা গুণহয়। যথা—

জনৈক কৃষক। হোট হোট শালার গরু ক্যাবল খাতি পারে, শুতি পারে, যাতি পারেনা।

যথা বা- জনৈক মাঝি। কেমল আর চিনিনি বিবি, যা আঙ্গাদের কুল পুকুরী হয় ও-কত খেয়ে ভুট বেণীয়ে দেলাম।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।

" ব্যারাল চকো হাঁদা হেমৃদো, নীলকুটির নীলমেনৃদো,
জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে, ভাত মাল্লে নীলবাঁদরে। "

নীলদর্পণ।

এরূপ উক্তিতে দোষ হইল না।

১৪। প্রসিদ্ধি বিষয়ে নির্হেতুতা গুণহয়। যথা—

"বৃষ্টি পড়িতেছে" এখানে মেঘ হইতে বৃষ্টিপড়ে এই প্রসিদ্ধি থাকায় মেঘ রূপ হেতু উক্ত না হইলেও নির্হেতুতা দোষ হইলনা।

কর্ণকুণ্ডল প্রভৃতি অর্থাৎ কুণ্ডল বলিলে কর্ণের কোন এক প্রসিদ্ধ ভূষণকে পাওয়া যায় কিন্তু কর্ণকুণ্ডল বলায় কর্ণে সংলগ্ন এই অর্থ বোধ হওয়ায় অধিক পদতা দোষ হইলনা। এইরূপ কর্ণাবতংস, মাথার মুকুট, ধনুকের জ্যা, পুষ্পমালা প্রভৃতিতে নিয়ম আছে; কিন্তু মুক্তাহার, এই উক্তিতে এ নিয়ম নহে, কারণ "মুক্তা", পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হার বলিলে মুক্তা হারকে পাওয়া যায়না, মালা ও হারে প্রভেদ আছে "মালা বলিলে পুষ্পরচিত অর্থ বোধ হয়। এমন অনেক স্থানে রত্নমালা পদ দেখিতে পাওয়াযায় উহা

দোষাবহ নহে। মালা অর্থে পুষ্পমালাই বুঝাইবে রত্নমালা বুঝায় না রত্ন যোগ করিলে যদি অন্য অর্থ হয় তাহাতে আপত্তি কি? "হার" অর্থে পুষ্প ভিন্ন অর্থ বোধ হয়, মালার ন্যায় কোন রূপ নির্দ্দিষ্ট এক মাত্র অর্থ পাওয়া যায় না, হার বলিলে রত্নহার, মুক্তাহার, ফুলহার ইত্যাদি সাধারণঅর্থপ্রতীতি হয়, সুতরাং মালা ও হারে প্রভেদ স্বীকার করিতে হইবে।

১৫। আনন্দাদিজনিত উক্তিতে ন্যূনপদতা--অধিক আনন্দের সময় কথা বার্ত্তা অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ হইলে ন্যূন পদতা দোষ হয় না। যথা—

ন—ন—নলি দি বলি ওলো নলিনী দিদি তোর ঘরে কে দেখ। এরূপ স্থলে দোষ হইল না, আদি পদে ভয়াদি জানিতে হইবে।

১৬। স্থান বিশেষে হতবৃত্ততায় গুণ। যথা—

.... চিরশত্রু নির্য্যাতনে
স্থিরসন্ধ হয়ে যাও হিমাচলে, রত
তপস্যায়, হেরুক তোমায় সুরাসুর
পাবক পূষণ যম যক্ষ রক্ষঃ সবে।
স্বকার্য্য সাধিয়া পুনঃ আসিবে যখন
প্রেমাশ্রুসদৃশ ইহা করিব গণন।

এখানে বুঝিতে গেলে, নায়কের নিকটে নায়িকার শেষে "প্রেমাশ্রু" প্রভৃতি আবেশ উক্তিতে রসান্তর হওয়ায় হতবৃত্ততাদোষ হইল না।

পরের কার্য্যাদি অনুকরণে গুণ হয়। কেহ যদি অন্যায় কার্য্য করে কিম্বা বিকৃতস্বরে চীৎকার ও কথোপকথন করে অথবা কুৎসিত ভঙ্গীতে গমন কিম্বা স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে, ইহার অনুকরণে সাহিত্যে দোষ হয় না।

ছন্দদোষ।

স্থান বিশেষের গুণ নিরূপণ করিয়া অধুনা ছন্দদোষ বলা যাইতেছে।

ছন্দদোষ নানাবিধ; তাহার মধ্যে অধিকমাত্রা, ন্যূনমাত্রা, অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর ও যতিভঙ্গ প্রভৃতিতে বহুতরভেদ দেখাযায়। (ছন্দপরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

১। অধিকমাত্রা দোষ। যথা—

অন্তরে অঙ্কিত তার মুরতি।
সরসে বিম্বিত যেমন নিশাপতি॥"

উদ্ভট।

এই পজ্ঝটিকা ছন্দের শেষ অর্দ্ধে সপ্তদশ মাত্রা আছে। ইহার একমাত্রা অধিক।

২। ন্যূনমাত্রা দোষ। যথা—

"বল কি হইবে কলিকা দলিলে"

এই তোটকছন্দের প্রত্যেক তৃতীয়বর্ণ গুরু হওয়া উচিত; কিন্তু এখানে "কি" এই তৃতীয় বর্ণ হ্রস্ব হওয়ায় দোষ হইল।

৩। অধিকাক্ষর দোষ। যথা—

"এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এতদিনে ধরে খাইত কত লোকজন॥"
"ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরে খাউক সাপে॥"
"ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর,
রাজার হজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥"

বিদ্যাসুন্দর।

এই উদ্ধৃত পদ্যগুলির শেষচরণে অধিক অক্ষর থাকায় দোষ হইল।

৪। ন্যূনাক্ষর দোষ। যথা—

"নাগর কৃষ্ণে না কর নিন্দা
তিনি নিখিল ভুবনপতি পতি চরমে,
ভক্তসমাজে পালন জন্যে
লভিল অদয় নরবপু ধরি জগতে।

যাদৃশ ভাবে ভাবুক ভাবে
প্রণয় ভকতি রিপুমতিযুত ভজনে,
তাদৃশ বেশে মাধব তারে
হিতকর হয় ভবজলনিধি তরণে ॥"

ছন্দকুসুম।

এই ক্রৌঞ্চপদীছন্দের পূর্ব্বচরণে অক্ষর ন্যূন হওয়ায় উক্ত দোষ হইল।

কিন্তু—"ধূলী ধূসর ধনী ধৈরয না বহ
ধরণী শূতল ভরমে।
মুকুতা কবরীভার হার তেয়াগিল,
তাপিত তৃষিত পরাণে ॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে,
ধনী সূর্য্য স্থতা স্রবে নযনে।
না বোলয়ি ধনী ধরণী তলে,
মূরছিল প্রাণ প্রবোধ না মানে ॥
কমল নয়ন জল মুখ কমলে
গঙ্গা ধারা নয়ন বয় নয়নে
কহই চতুরা ধনী আর কিয়ে জানি
গোবিন্দ দাস পরমাণে ॥"

পদকল্পতরু।

এই গীতিছন্দে ন্যূনাক্ষর দোষ হয়না।

৫। যতিভঙ্গ দোষ। যথা—

পুত্রের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্ভণ ॥
ঘোড়া রাখিবারে নিযোজিলেন রঘুরে।
যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দূরে ॥

রামায়ণ।

এই পয়ারছন্দের অষ্টমঅক্ষরে যতি পড়িবার নিয়ম, তাহা নাথাকায় উক্ত দোষ হইল।

৬। মিত্রাক্ষর ভঙ্গ দোষ। যথা—

দেখি সাধু শশিমুখী কর্ণধারে করে সাক্ষী
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥"

এই দীর্ঘত্রিপদীছন্দে মুখী ও সাক্ষী মিত্রাক্ষরভঙ্গ হওয়ায় উক্ত দোষ হইল। পদ্যে ব ও ভ, জ ও ঝ, এবং ত ও থ, ষ ও ন এই দুই দুই বর্ণের এবং র ড় ল এই তিনবর্ণের মিত্রাক্ষর উক্ত হইয়া থাকে, এরূপ নিয়মআছে। প্রসিদ্ধ কতিপয় শব্দের পদ্যে ব্যবহার দেখিতে পাওয়াযায় কিন্তু গদ্যে ব্যবহার করিলে দোষ হয়। ইহারা চারি ভাগে বিভক্ত মধ্যবর্ণলোপী, মধ্যবর্ণাধিক, অন্ত্যবর্ণাধিক ও শব্দপরিবর্ত্ত,—ইহাদের উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

৭। মধ্যবর্ণলোপী। যথা—

হৈল, কৈতে, কৈব, হিয়া, হৈতে, কৈল ইত্যাদি। ইহাদের প্রকৃতশব্দ যথা- হইল, কহিতে, কহিব, হৃদয়, হইতে, করিল ইত্যাদি উদাহরণ। যথা-

"প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড়॥"
"ছয়বীর অতিকায় শুনিয়া মরণ।
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন॥"

কৃত্তিবাস।

৮। মধ্যবর্ণাধিক। যথা—

জনম, ভকতি, রতন, যতন, পরাণ, দুয়ার, উতপল, মগন, মরত, মরম, বরণ ইত্যাদি। ইহাদের প্রকৃত শব্দ যথা— জন্ম, ভক্তি, রত্ন, যত্ন, প্রাণ, দ্বার, উৎপল, মগ্ন, মর্ত্ত; মর্ম্ম, বর্ণ ইত্যাদি। উদাহরণ যথা —

"রমণী জনম যেন আর কেহ লয় না।
তথাপিও যেন কেহ, কুলবধূ হয় না॥
যদি কুলবধূ হয়, প্রেম যেন করে না।
যদি করে যেন পরাধীনা হয়ে মরে না॥"

রসতরঙ্গিণী।

" ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হনুমান।
রামের জন্যেতে আমি ত্যজিব পরাণ॥ "

কৃত্তিবাস।

৯। অন্ত্যবর্ণাধিক। যথা—

যতেক, এতেক, ততেক ইত্যাদি। ইহাদের প্রকৃত শব্দ যথা—যত, এত, তত, ইত্যাদি।

উদাহরণ যথা—

" ইহার ধনিক বণিক কই
কহনা আমায় যতেক সই॥ "

কর্ম্মদেবী।

" এতেক বলিয়া যদি ভৃগুরাম যান।
ভৃগুর চরণ ধরি জনক শুধান॥ "

কৃত্তিবাস।

১০। শব্দ পরিবর্ত্ত। যথা—

শুধান, হের, হেন, অমির, বাখান ইত্যাদি। ইহাদের প্রকৃতশব্দ যথা—শোনান, দেখ, ঈদৃশ, অমৃত, ব্যাখ্যা ইত্যাদি।

উদাহরণ যথা—

" পুত্র কোলে করিয়া কান্দেন দুইজন।
হেন পুত্রবর কেন দিলা ত্রিলোচন॥ "
" আদিকাণ্ড কৃত্তিবাস করিল বাখান।
স্বর্গেতে হইল গঙ্গা মন্দাকিনী নাম॥ "
" ভৃগুর চরণ ধরি জনক শুধান॥ "

কৃত্তিবাস।

দোষপরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

গুণ পরিচ্ছেদ।

অধুনা দোষ পরিচ্ছেদ শেষ করিয়া গুণের বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে। যাহাদ্বারা রসের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম গুণ। যেরূপ জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য শৌর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্ম দেহীর গুণশব্দবাচ্য, সেইরূপ রসের উৎকর্ষ বর্দ্ধন হেতু মাধুর্য্যাদি ধর্ম্ম কাব্যের গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। গুণ ত্রিবিধ— মাধুর্য্য, ওজ ও প্রসাদ।

মাধুর্য্য— যেগুণসংযোগে রচনা শ্রবণমাত্রেই চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাহাকে মাধুর্য্যগুণ বলে। আদি, করুণ, বিরহ, ও শান্তরসেই মাধুর্য্যগুণের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধুর্য্য গুণে বর্ণ বিন্যাস যথা—— ট ঠ ড ঢ ব্যতিরেকে বর্গের আদি ও অন্ত সংযুক্ত অর্থাৎ ঙ্ক ঙ্ক ঞ্জ ন্ত ঞ্চ ঙ্গ ন্দ ম্ব ইত্যাদি বর্ণে এবং র ল ও মূর্দ্ধন্যণকারে গ্রথিত প্রবন্ধ মালা যদি সমাস শূন্য কিম্বা অল্প সমাস যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে মাধুর্য্য গুণের বর্ণ বিন্যাস বলে।

মাধুর্য্য গুণের উদাহরণ। যথা—

"পিক কুহু বলে মঞ্জু কুঞ্জ দোলে
মঞ্জুল সমীর বহে ধীরে
ফুল্ল দিনকর ফুল্ল সরোবর
ফুল্ল রঞ্জন রাজি নীরে।
শ্যাম ধরণীতল শ্যাম তরুদল
কুসুম ভূষণ শিরে
বঞ্জুল ফুল কুল আকুল অলিকুল
ভ্রমিছে চুম্বিছে ফিরে ফিরে
দুলিছে চঞ্চল কুল সমীরে।"

উদ্ভট।

অথবা—"পতি শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কামঅঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে॥"

অন্নদামঙ্গল।

এই উদ্ধৃত পদ্যদ্বয়ে মাধুর্য্যগুণ ব্যঞ্জক বর্ণ বিন্যাসে উল্লিখিত গুণ হইল।

ওজ—যেগুণসম্পর্কীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলে মানস উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে ওজগুণ বলে। বীর, বীভৎস, রৌদ্র, ও ভয়ানক রসেই ইহার আধিক্য দেখিতে পাওয়াযায়। ওজগুণে বর্ণবিন্যাস। যথা—

বর্গের প্রথম ও তৃতীয বর্ণ যদি দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণে সংযুক্ত হয়, অর্থাৎ ক্ক জ্ঝ চ্ছ ট্ঠ ইত্যাদি—অথবা টবর্গে যদি রকার কিম্বা শ, ষ, স কার যুক্ত হয়, এবং যেকোন ব্যঞ্জন বর্ণে যদি শকাবাদির সংযোগ থাকে তবে ঐ সকল বর্ণ নিবদ্ধ প্রবন্ধ বহুসমাস যুক্ত হইয়া ওজগুণের সামর্থ্য প্রকাশকরে।

ওজগুণের উদাহরণ। যথা—

"অর্দ্ধ নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।"
' বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্গীরণ,
জলধর মধ্যে যেন অশনি সম্পাত।"

পলাশিরযুদ্ধ।

অথবা— "নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি
কহিল বীর কেশরী. দশরথ রথী
রঘুজ অজ অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়। ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে।
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি,
তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে
বিরূপাক্ষ, আইস বৃথা বিলম্ব নাসহে।
ধর্ম্ম সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে।
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব।"

মেঘনাদ।

প্রসাদ—অনল যেমন শুষ্কতৃণ রাশিকে সহসা আক্রমণ করে, সেইরূপ যে গুণ সমগ্ররসে ও রচনাতে থাকিয়া শ্রবণ মাত্রেই অর্থবোধ করাইয়া চিত্ত আকর্ষণ করে তাহাকে প্রসাদ গুণ কহে। প্রসাদ গুণের উদাহরণ। যথা—

"পিতা মাতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে সচেষ্ট থাকিবে। রিপুপরতন্ত্র হইয়া মিথ্যাকথন, অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন ও অন্যান্য প্রকার অধর্ম্মাচরণে অনুরক্ত থাকিলে সর্ব্বদা সভয় চিত্ত, লোকের নিকট নিন্দিত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়।

চারুপাঠ।

অথবা— "দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী;
নিবিড় জলদাবৃত গগন মণ্ডল,
বিদারি আকাশতল যেন দুষ্ট ফণী
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল।
দেখিতে বঙ্গের দশা সুরবালাগণ,
গগন গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,

অমনি সিরাজ-ভয়ে করিতে বন্ধন
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া।"

পলাশিরযুদ্ধ।

অথবা— "রাতি পোহাইল উঠ প্রিয়ধন
কাক ডাকিতেছে কর রে শ্রবণ।"

পদ্যমালা।

এই সকল মাধুর্য্যাদি গুণের কারণ প্রথমতঃ শব্দ, দ্বিতীয়তঃ অর্থ, শব্দ রচনার গুণে ইহাদের গুণের পরিবর্ত্তন হয়। এস্থলে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, কোন্ বর্ণনায় কিরূপ শব্দ ব্যবহার করা উচিত, তাহার ব্যত্যয় হইলে "মহাড়ম্বে সখীগণ" ইত্যাদির ন্যায় প্রতিকূলবর্ণতা দোষ হয়, এই দোষে কবি হাস্যপরিহাসের যোগ্য হইয়া থাকেন।

কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন এই তিন গুণের অধিক শ্লেষ, সমাধি, ঔদার্য্য, কান্তি, সুকুমারতা ও অর্থব্যক্তি এই ছয়টী গুণ আছে; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহা স্বীকার করেন না। ওজ প্রভৃতি গুণত্রয়ের মধ্যে ইহাদের সম্পূর্ণ অভিন্নতা দেখা যাইতেছে, উক্ত তিন গুণ উল্লেখ করায় অধিক গুণের নিরূপণ অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিহার সম্ভব পর হইল।

আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, (শ্লেষ অর্থাৎ বিচিত্রতা মাত্র,) (সমাধি অর্থাৎ রচনার উৎকর্ষ অপকর্ষ নিবারক বিন্যাস) (ঔদার্য্য অর্থাৎ গ্রাম্যভাব শূন্যতা) এবং (প্রসাদ অর্থে পূর্ব্বোক্ত অর্থ বিমলতা) এই চারিটী গুণ ওজ গুণের অন্তর্ভূত। (অর্থব্যক্তি অর্থাৎ ঝটিতি পদার্থের অর্থ বোধকতা,) (কান্তি অর্থাৎ পদার্থের উজ্জ্বলতা) (সুকুমারতা অর্থে কোমল বর্ণবিন্যাস) এই তিনটীগুণ প্রসাদগুণের অন্তর্গত। এইরূপে আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়া প্রাচীনোক্ত গুণ সকল ওজ ও প্রসাদ গুণের অন্তর্গত করিয়াছেন; সুতরাং শ্লেষ প্রভৃতি অতিরিক্ত গুণের ভিন্ন উদাহরণ দিবার আবশ্যক রহিল না।

গুণপরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

রীতি পরিচ্ছেদ ।

এক্ষণে গুণের বিষয় সমাপ্ত করিয়া কাব্যের রীতি নিরূপণ করা যাইতেছে। গুণের উপযুক্ত পদযোজনাকে রীতি বলে। উহা দেহীর হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় শব্দার্থ রূপ শরীর সম্পন্ন কাব্যের জীবন সদৃশ রসের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় রীতি চার প্রকার যথা—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী, ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন রীতি,—মাধুর্য্য, ওজ, ও প্রসাদ গুণে রচিত হয়। উক্ত তিন গুণ মিশ্রিত হইলে লাটী রীতি হইয়া থাকে।

বৈদর্ভী—মাধুর্য্যগুণ প্রকাশক বর্ণের দ্বারা রচিত মনোহর প্রবন্ধমালা যদি সমাসবিহীন অথবা অল্পসমাসযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভী রীতি বলে। উদাহরণ যথা—

"প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবা সুশোভন, মঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন এ ব্রজধাম ধরিল নবযৌবন॥
মুকুলে মুকুলে কোকিল জাল করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে বসিয়া বসিয়া গুঞ্জরে অলিসব॥" হরুঠাকুর

গৌড়ী— ওজগুণ ব্যঞ্জক বহু সমাসযুক্ত উৎকট শব্দ বিন্যাসকে গৌড়ী রীতি বলে*। উদাহরণ যথা—

"সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে,
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস; পশিলা পুরে রক্ষ অনীকিনী
রণ বিজয়িনী ভীমা চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,

রক্তস্রোতে আর্দ্র দেহ। দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দী বৃন্দে রক্ষঃ সেনা বিজয়সংগীত।
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।" মেঘনাদ।

অথবা—"ধিক্ হিন্দুকুলে! বীর ধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রুকরতলে
সোনার ভারত করিতে ছার।
হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি
মস্তকে ধরিতে বৈরিপদধূলি
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারত নিবাসী যত কুলাঙ্গার।" ভারতসঙ্গীত।

পাঞ্চালী— প্রসাদ গুণের প্রকাশক অল্প সমাসযুক্ত প্রাঞ্জল শব্দবিন্যাসকে পাঞ্চালী রীতি বলে। প্রসাদ অর্থে উক্ত অর্থ বিমলতা, সকল গুণেই উহা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এই রীতি, সকল রীতিতেথাকা অসম্ভব নহে, কেবল মাত্র বুঝিবার জন্য গুণভেদে রীতিরও ভেদ উল্লেখ করা হইল, কাজেই এই ভেদ অনুসারে গুণানুযায়িক রীতি নিরূপণ করিতে হইবে, অর্থাৎ যে গুণে যে রীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ বলিতে হইবে। উদাহরণ যথা—

"প্রস্তর আকীর্ণ বর্ত্ম মহাভয়ঙ্কর,
উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয় অন্তর
দমিয়ে দুরন্ত শিলা দুর্জ্জয় গমনে
অবাধে চলিল গঙ্গা গভীর গর্জ্জনে।

অভিমান অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান
অন্ধহয় হিতাহিত করিতে সন্ধান
অসাধ্য সাধিতে মতি সেই হেতু যায়
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়;
অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়
কাতর অন্তরে করে তখন বিনয়।
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তর নিকর
অহঙ্কারে উচ্চশিরে হয় অগ্রসর
পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত মন
ভাবনা কেমনে হবে পাপ বিমোচন,
বিনাশিতে পাপ তারা নিতান্ত বিনীত
কলুষ নাশিনী নীরে হলো নিপতিত।
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ পোতা পৃথ্বীতলে
বিরাজিত জাহ্নবীর নিরমল জলে।” সুরধুনীকাব্য।

লাটী— উক্ত তিন রীতি মিশ্রিত হইলে লাটী রীতি হয়। এই মিশ্রিত রীতি প্রায় সকল বর্ণনা স্থলে দেখিতে পাওয়াযায় দুই একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

“জলে রামা বায়ুপথে
পুরাইয়া মনোরথে,
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয়;
কখন পাতাল পুরী
আলোক উজ্জল করি
ঘোর অন্ধকার হরি করে সূর্য্যোদয়।
মরুতে উদ্যান রচে
মরেপ্রাণী পুনঃ বাঁচে,
উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভানু স্নিগ্ধ কায়,

চপলা চাপিয়া রাখে
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায়।" চিত্তবিকাশ।

অথবা—' কত সূর্য্য তারা কত বসুমতী
স্বর্গ মর্ত্ত্য কত অস্ফুট মুরতি
ভাসিয়া চলেছে কারণ জলে
কত বসুন্ধরা রবি শশী তারা
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হয়ে রূপ হারা
খসিয়া পড়িছে সলিলে ডুবিছে
কারণ বারিধি অতল জলে।" কবিতাবলী।

রীতি পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অলঙ্কার পরিচ্ছেদ।

শব্দালঙ্কার।

যেমন কেয়ূর কুণ্ডল প্রভৃতি ভূষণ সকল, মানব দেহের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলে, সেইরূপ শব্দার্থ রূপ শরীর সম্পন্ন কাব্যের সৌন্দর্য্য সম্পাদক অচিরস্থায়ী ধর্ম্ম বিশেষকে অলঙ্কার বলে।

কিন্তু মনুষ্যদেহে সর্ব্বক্ষণ অলঙ্কার না থাকা সত্বেও যেমন মানব দেহের অপ্রমাণ হয় না, সেইরূপ অচিরস্থায়ী ধর্ম্ম বলায় অলঙ্কারের অবিদ্য মানেও কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট হয় না, কেবল রসের হানিকর হইয়া থাকে।

অলঙ্কার দুইপ্রকার,— শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার; শব্দের বৈচিত্র্য সাধক ধর্ম্মকে শব্দালঙ্কার এবং অর্থের বৈচিত্র্য জনক ধর্ম্মকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থালঙ্কারে বহু বক্তব্য থাকায় প্রথমে শব্দালঙ্কার নিরূপিত হইল। যথা।—

অনুপ্রাস—এক জাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাকে অনুপ্রাস বলে। বাঙ্গালা ভাষায় ছেক ও বৃত্তি দুই প্রকার অনুপ্রাস উক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। ছেকানুপ্রাস— এক পদ্যে বা গদ্যে যে বর্ণে অনুপ্রাস হইয়াছে পরে সেবর্ণে না হইয়া পর্য্যায়ক্রমে অন্য বর্গের অন্যবর্ণে সাম্যব্যতিরেকে যদি অনুপ্রাস হয় তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

"যমুনা গঙ্গার বোন ছিল হিমাচলে
হেরি ভগিনীর ভাব ভাসে আঁখি জলে
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী
ভেবে ভেবে কালরূপ তপন নন্দিনী
সত্বরে তরঙ্গ যানে যমুনা চলিল
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।" সুরধুনীকাব্য।

এখানে য, ন, ল, ভ, গ, ব, ত, র, স, এই কয় বর্ণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করায় ছেকানুপ্রাস হইল।

২। বৃত্ত্যনুপ্রাস—ব্যঞ্জনবর্ণের সাম্যভাবে বারংবার উল্লেখ করিলে বৃত্ত্যনুপ্রাস হয়। যথা—

"চুত মুকুল কুল সঞ্চল দলি কুল
গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল কলরব সঙ্কুল
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতি পতি নর্ত্তন বিরস বিকর্ত্তন
শুভ ঋতুরাজ সমাজে।
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত
ধীর সমীর বিরাজে॥"

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

৩। যমক— ভিন্নার্থ বোধক এক আকার বিশিষ্ট শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলে যমকালঙ্কার হয়। ভিন্নার্থ বলায় এক অর্থ প্রকাশে অনুপ্রাস বলিয়া গণ্য হইবে। যথা—

যমক নানা প্রকার। তন্মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও মিশ্র এই চার প্রকার যমকের ভেদ উক্ত আছে। ক্রমে উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

আদ্যযমক যথা—"ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায় তাঁহারি বর্ণনে॥"

মধ্যযমক যথা—"পাইয়া চরণ তরি তাঁর ভবে আশা
তরি বারে সিন্ধুভব ভব সে ভরসা॥"

অন্ত্যযমক যথা—"কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব
হর পাপ হর তাপ কর শিব শিব।"

মিশ্রযমক যথা—"মনে করি করী করি হয় হয় হয়না।" অন্নদামঙ্গল।

৪। শ্লেষ—যেখানে একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয় তথায় শ্লেষ অলঙ্কার বলে। যথা—

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে
নামরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে।" অন্নদামঙ্গল।

এস্থলে অর্থের বিভিন্নতা থাকায় উক্ত অলঙ্কার হইল। এইপ্রসঙ্গে ব্যবহারের উপযোগী শব্দজ ও দেশজ কতিপয় শ্লিষ্টশব্দ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা— হয়, শিখী, পাষাণ, শিরোমণি, তরঙ্গ, ভট্ট, দ্বন্দ, পঞ্চমুখ অমৃত, কপালে আগুন, হর, গুণ, ভব, বাম, তমঃ, বন্দ্যবংশ, রজঃ, কর, সত্ত্ব, বারুণী, বসু, সর্ব্ব, ভূত, জীবন, নীলকণ্ঠ, সিদ্ধি, কু, অতিবৃদ্ধ, পিতামহ, পতঙ্গ, কাল শিবা, হংস, মুখবংশ, গোত্র, মদ, দ্বিজরাজ, জিন, অম্বর, বাপ, বিল, হরি, শিলীমুখ, লুব্ধ, বলি, অস্ত্রী, গো, পদ শিশির শিলা ক্ষয়, খল, মার্গণ, কাণ্ড, আশা, পক্ষ, ভাস্কর, ধার্ত্তরাষ্ট্র, ছবি, রিপু, দারু, ধীবর, গোপাল, মহাদ্বিজ, মহানিদ্রা, যাত্রা, মহাযাত্রা, পন্থা, মহাপথ, আশুগ, নাগ, মহাসংখ্যা, ক্ষীর, পয়স, বাড়ী, কর্ণ, কাম, ধাম, চরণ, উড়ে, বীর্য্য, কৃষ্ণ, রঙ্গ, পত্র, কুল, চাল দণ্ড, দন্ত, ছেঁচা, শিখা, ক্রৌঞ্চ, বন, সিন্ধু, রস, গহন অদৃষ্ট তেজঃ, নিয়ম, যম, রতি, বিভূতি, কুন্দ, কালী, মালী, স্বর্ণ, অন্বয়, চরক, নল, বল, ছল, গুপ্ত, ভানু, কারণ, বন্ধুর, ভাসে, দেব, নাদিল, গুরু, চেলা ইত্যাদি।

৫। প্রহেলিকা অর্থাৎ হিঁয়ালী, ইহা রসের অপকর্ষ সাধক বাক্য কৌশল মাত্র, এই নিমিত্ত অলঙ্কার মধ্যে গণ্য হয় নাই। উদাহরণ যথা——(পক্ষী)

"বিষ্ণুপদ সেবাকরে বৈষ্ণব সে নয়
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥" কবিকঙ্কণ।

৬। পুনরুক্তবদাভাস— যে স্থলে ভিন্ন আকার

বিশিষ্ট শব্দ সমূহের অর্থ পাঠমাত্রেই পুনরুক্তের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরে ঐ সকল শব্দের অর্থ অন্যপ্রকার পর্য্যবসিত হইলে তথায় উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

ভব হর মম দুঃখ হর
হর সর্ব্ব রোগ তাপ
জয় শিব শঙ্কর হিমকর শেখর
সংহর সর্ব্ব শোক তাপ।" উদ্ভট।

৭। বক্রোক্তি—বক্তা যে অর্থের অভিপ্রায়ে যে শব্দ প্রয়োগ করে, শ্রোতা যদি সেই শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া শ্লেষ কিম্বা বাক্যভঙ্গীদ্বারা অন্য অর্থ প্রতিপাদন করে, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কারহয়। ইহা দ্বিবিধ— কাকুবক্রোক্তি ও শ্লেষ বক্রোক্তি, উদাহরণ। কাকুবক্রোক্তি। যথা—

"ওলো দূতি এ বসন্তে আসিবেনা কান্ত
ওরে অবোধ মেয়ে ক্ষণেক হও শান্ত॥
তুয়া বিনা যার একদিন যায়না।
সে এ সুখের বসন্তে আসিবেক না।" উদ্ভট।

এখানে কাকু অর্থাৎ বাক্যভঙ্গীদ্বারা 'কান্তআসিবে" এই অর্থবোধ হওয়ায় উক্ত অলঙ্কার ইহল।

শ্লেষ বক্রোক্তি যথা—

দ্বিজরাজ হয়ে কেন বারুণী সেবন
রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন
বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয়
সুর না সেবিলে আর কিসে মুক্তি হয়
মধুর সঙ্গমে কেন এমন আদর
বসন্তকে হেয় করে কে, কোন পামর।" উদ্ভট।

এক মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে মদ্য পান করিতে নিষেধ করায় সে শোকে উহার বিপরীত উত্তর দিতেছে। দ্বিজরাজ অর্থে—চন্দ্র অথচ—ব্রাহ্মণ বারুণী অর্থে—মদ্য অথচ—পশ্চিমদিক, সুরা অর্থে— সুর অথচ—মদ্য, মধু অর্থে—মদ্য অথচ—বসন্তকাল।

অর্থালঙ্কার।

৮। উপমা—একরূপ গুণবিশিষ্ট উপমান উপমেয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা অলঙ্কার বলে।

যাহার সহিত সাদৃশ্য দেওয়া যায় সেই উপমান, আর যাহাকে সাদৃশ্য করাযায় সেই উপমেয়। যেমন "চন্দ্রের ন্যায় মুখ" এই বাক্যে চন্দ্রের সহিত মুখের সাদৃশ্য দেওয়ায় চন্দ্র উপমান, এবং মুখকে সাদৃশ্য করায় মুখ উপমেয় নিরূপিত হয়।

উপমান উপমেয়ের গুণ অর্থে চন্দ্রে যেমন সৌন্দর্য্যাদি গুণ থাকায় তদ্দর্শনে চিত্ত আহ্লাদিত হয় সেইরূপ মুখেও এই গুণ থাকায় মন আনন্দিত হয় বলিয়া চন্দ্রের সহিত তুলনায় ইহাকে সমান গুণ বলাযায়।

এই ধর্ম্ম যেমন গুণগত হইল, সেইরূপ ক্রিয়াগত ও শব্দগত হইয়া থাকে। যথা—"মনুষ্য জীবন পদ্মপত্রগত জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণস্থায়ী।" "ক্ষণস্থায়ী" এই ধর্ম্মটী জীবনের ও জলের সাধারণ ধর্ম্ম। ক্রিয়াগত যথা— "এই অশ্ব বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করে" এখানে অশ্বটী বায়ুর তুল্য, এইরূপ ক্রিয়া ব্যতিরেকে উপমান উপমেয়ের গুণসাম্যে দোষ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং "বেগে গমন করে" এই একক্রিয়াগত সাধারণ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে।

শব্দগত যথা—"এই মহাত্মা জ্ঞানীগণের মানসে হংসের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন" এখানে এক মানস জ্ঞানীগণের পক্ষে মন ও হংসের পক্ষে মানসসরোবর অর্থ হওয়ায় এইধর্ম্ম শব্দগত হইল। সম, সদৃশ, প্রায়, তুল্য, ন্যায়, যেরূপ, সেইরূপ, যেমন, তেমন ইত্যাদি শব্দসকল উপমা বোধক। কোন কোন স্থলে উপমাবোধক শব্দ না থাকিয়াও যে উপমা হয় তাহাকে লুপ্তোপমা বলে।

উপমা যথা—"সর্ব্ব সুলক্ষণবতী ধরাধামে যে যুবতী
লোকে বলে পদ্মিনী তাঁহারে
সেইনাম নাম যাঁর, সেরূপ প্রকৃতি তাঁর
কত গুণ কে কহিতে পারে॥
পতিব্রতা পতিরতা অবিরত সুশীলতা
আবির্ভূতা হৃৎপদ্মাসনে॥
কি কব লজ্জার কথা লতা লজ্জাবতী যথা
মৃতপ্রায় পরপরশনে॥ পদ্মিনী।

৯। মালোপমা— একটী উপমেয়ের অনেক গুলি উপমান থকিলে মালোপমা বলে। যথা—

"যথা দুখী দেখি দ্রবিণ প্রবীণোচিত হয়,
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়,
যথা চাতকিনী কুতকিনী ঘন দরশনে,
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে,
যথা কমলিনী মলিনী যামিনী যোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে,
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়॥" বাসবদত্তা।

১০। রসনোপমা—উপমেয় যদি কাঞ্চিগুণের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উপমান হয় তবে রসনোপমা অলঙ্কার বলে। যথা—

"লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ
তাঁহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তুভ যেমন
কৌস্তুভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ
সাগরের হৃদে শোভে এ পুর তেমন॥" উদ্ভট।

১১। লুপ্তোপমা—যেখানে উপমা বোধক শব্দ না

থাকে তথায় লুপ্তোপমা হয়। যথা—

"বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে
যাপিয়া সুখের নিশা
বিরহে তোমার বিপরীত তার
কেমনে কাটিবে নিশা॥" উদ্ভট।

এস্থলে "বৎসর তিলেকে" "প্রলয় পলকে" ইহাদের উপমাবোধক শব্দ না থাকায় উক্ত অলঙ্কার হইল উৎপ্রেক্ষায় অসম্ভব বস্তুর সহিত সাদৃশ্য, উপমায় সম্ভাবিত বস্তুর সহিত সাম্য এইরূপ উভয়ের ভেদ।

১২। রূপক— উপমেয়েতে উপমানের আরোপ করাকে রূপক অলঙ্কার বলে। যথা—

রাত্রি প্রভাত হইল সূর্য রূপ কেশরী অন্ধকার রূপ মত্তহস্তীর কুম্ভদেশ বিদারণ করিলে পূর্বদিক রক্তিমা বর্ণে উদ্ভাসিত হইল গজমুক্তা স্বরূপ নক্ষত্র সকল গগনমার্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণে ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইতে লাগিল।

অথবা—"রমণী রঞ্জন হেতু কামনার ফাঁদ
সংসার সাগরে বাঁধে বিষয়ের বাঁধ॥"
"জ্ঞাতিদ্বন্দ্বে অর্থনাশ রাজার সদনে
কদাচ না দেখে মুখ দয়ার দর্পণে॥" কবিতাসংগ্রহ।

রূপকের বোধক "রূপ" "স্বরূপ" "সাক্ষাৎ" "ময়" এইসকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, স্থানবিশেষে অর্থের দ্বারাও রূপক প্রতিপন্নহয়, ইহাদের উদাহরণ ঊর্দ্ধে প্রদত্ত হইযাছে। উপমা ও রূপকে এইভেদ যে, উপমায় ভেদ উক্তি, রূপকে অভেদ উক্তি অর্থাৎ সূর্য্যের উপর কেশরীর আরোপ করিলে কেশরীর যাবতীয় ধর্ম্ম উল্লেখ করিতে হইবে; এস্থলে সূর্য্যের সহিত কেশরীর অভিন্নভাব বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সূর্য্যই কেশরী এইরূপ ব্যুৎপত্তিকে রূপক বলে।

উপমায় কেশরীর ন্যায় সূর্য্য, এস্থলে কেশরীই সূর্য্য এরূপ অর্থ হইতেছেনা, সুতরাং এইভেদ উক্তিতে উপমার স্থল জানিতে হইবে।

১৩। অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক— উপমেয়ে যাহা আরোপ করা যায় তাহা যদি অধিক গুণ কিম্বা দোষ বিশিষ্ট হইয়া আরোপিত হয় তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

এই মুখ সাক্ষাৎ নিষ্কলঙ্ক শশধর,
এই অধর সুধাপূর্ণ পরিপক্ক বিম্বফল,
এই নেত্রদ্বয় দিবারাত্র সুশোভী নীলোৎপল ;
ইহাকে দর্শন করিলে পৃথিবীর যাবতীয়
সৌন্দর্য্য দেখিলাম বলিয়া মনে হয়। অলঙ্কার।

এই উদাহরণে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র, সুধাপূর্ণ বিম্বফল, দিবারাত্র-শোভী নীলোৎপল, এইরূপ অধিক গুণবিশিষ্ট হওযায় উক্ত অলঙ্কার হইল।

১৪। পরিণাম—আরোপ্যমান বস্তুতে যদি কোন বিষয় অভিন্নরূপে আরোপিত হয়, আর সেই আরোপিত বিষয় যদি কল্পিতার্থ প্রকাশ না করে তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা।——

হে বন্ধুগণ আর আমায় কি উপহার দিবে, বহুকাল অনুপস্থিতির পর যখন স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলাম, তোমাদের সেই ভালবাসা মিশ্রিত অকপট উচ্চহাসিই আমার উপহার। অলঙ্কার।

এখানে আরোপ্যমান, যে উচ্চহাসি উহা উপহার রূপে আরোপিত হওয়ায়, ভালবাসা এই প্রকৃত অর্থ কল্পিত নাহওয়ায় উক্ত অলঙ্কার হইল। রূপকে কল্পিতার্থ প্রকাশ, পরিণামে অকল্পিতার্থ প্রকাশ এই উভয়ের ভেদ।

১৫। উৎপ্রেক্ষা— যেখানে, সত্যবিষয়ের সহিত অসত্য বিষয়ের সাদৃশ্য কল্পনা করা যায় সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুইভাগে বিভক্ত বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ও প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা। যেন, বুঝি, বোধহয়, প্রভৃতি শব্দের যোগে "বাচ্যোৎপ্রেক্ষা"

হয়। আর যেখানে, যেন প্রভৃতি শব্দের যোগ না থাকে তথায় "প্রতীয়-মানোৎপ্রেক্ষা" বুঝিতে হইবে।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা যথা—

" অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পীদেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গনা
প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
ধাতার আদেশে "

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা যথা—

"—— কুসুমেষু বসি কুতূহলে
হানিলা কুসুমধনু টঙ্কারি কুসুম-
শরজাল ;— প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী ;
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি তমে লুকাইলা দেব বিভাবসু।" মেঘনাদ।

১৬। সন্দেহ—প্রকৃত বস্তুতে অপ্রকৃত বস্তুর কবি কল্পিত সাদৃশ্যগত যে সংশয়, তাহাকে উক্ত সন্দেহ অথবা ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার বলে। ঐ অলঙ্কারে কি,বা, কিম্বা, অথবা, কিনা প্রভৃতি শব্দ প্রায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

" দেখ সখে, উৎপলাক্ষী, সরোবরে নিজ অক্ষি,
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয় ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে,
ধরিবারে করয়ে যতন॥"

অথবা— ইনি কি হে মদনের রথের পতাকা?
কিম্বা তারুণ্যতরুর কুসুমিত শাখা?
অথবা লাবণ্যবারিনিধির লহরী?
কিম্বা মনবিমোহন বিদ্যারূপধরী॥" উদ্ভট।

প্রথম পদ্যে নেত্রে নীলপদ্মভ্রম, দ্বিতীয় পদ্যে জনৈক নারীতে

পতাকা প্রভৃতি সংশয় ও সাদৃশ্যগত কল্পনা করায় উক্ত অলঙ্কার হইল।

১৭। উল্লেখ—এক মাত্র বস্তু বিবিধ প্রকারে উল্লিখিত হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যানামে তাঁর কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥" বিদ্যাসুন্দর।

১৮। অপহ্নুতি—প্রকৃত বস্তুতে অপ্রকৃত বস্তুর আরোপ হইলে উল্লিখিত অলঙ্কার হইবে। এই অলঙ্কারে, ব্যাজ, ছল ও বুঝি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা—

"একি অপরূপ রূপ তরুতলে,
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে।
মোহন চিকণকালা, নানা ফুলে বনমালা,
কিবা মনোহর তরুবর গুঞ্জাফলে।
বরণ কালিমা ছাঁদে, বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে;
তড়িৎ লুটায় পায়, ধড়ার আঁচলে।
কস্তুরি মিশায়ে মাখি কবরী মাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরয ধরিতে নারে,
রমণী কি তায়, যাহে মুনিমন টলে॥" বিদ্যাসুন্দর।

এখানে ছল শব্দ প্রয়োগে উক্ত অলঙ্কার হইল।

১৯। নিশ্চয়—উপমানের গোপন করিয়া উপমেয়কে স্থাপিত করিলে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

"আমি নারী হর নই শুনরে মদন,
বিনা অপরাধে কেন বধরে জীবন,

এযে বেণী, ফণী নয়, নহে জটাজূট,
কণ্ঠে নীলকান্ত আভা নহে কালকূট,
কপালে চন্দনবিন্দু সিন্দূর দেখিয়ে,
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন! শশী হুতাশন॥" রামবসু।

এস্থলে মহাদেবের বেশভূষাদি রূপ উপমান গোপন করিয়া স্বীয় বেশভূষাদি রূপ উপমেয়কে স্থাপন করায় উক্ত অলঙ্কার হইল।

২০। অতিশয়োক্তি— উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করাযায় তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। যথা—

"তাহার মুখ হইতে সুমধুরবাক্য নিঃসৃত হইতেছে" "এস্থলে তাহার মুখ হইতে মধু বর্ষণ হইতেছে" এরূপ বলিলে অতিশয়োক্তির স্থল হয়।

অথবা—"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ॥" বিদ্যাসুন্দর।

এস্থলে তড়িৎ, তারাগণ, পূর্ণচাঁদ ও কমল, এই কয়টী বিদ্যার মুখের উপমান, উপমেয় মুখের উল্লেখ নাকরায় অতিশয়োক্তি হইল।

২১। তুল্যযোগিতা— যেখানে প্রস্তাবিত কিংবা অপ্রস্তাবিত পদার্থ সমূহের যদি একগুণক্রিয়াদিরূপধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

"যেজন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন
সেই বলে ভালচলে মরাল বারণ॥"
"কথায় যে জিনে সুধা, মুখে সুধাকর
হাসিতে তড়িৎ জিনে পয়োধরে হর॥" বিদ্যাসুন্দর।

তুল্যযোগিতার মর্ম্ম এই যে, যেমন মরাল ও বারণ, চলে। এস্থলে মরাল চলে, বারণো চলে, সুতরাং চলে এই এক ক্রিয়ার সহিত মরাল-বারণ রূপ উভয়পদার্থের সম্বন্ধথাকায় উক্ত অলঙ্কার হইল। এবং জিনে এই এক ক্রিয়ায়, তড়িৎ ও হয়ের সম্বন্ধথাকায় ঐরূপ অলঙ্কার বুঝিতে হইবে।

২২। দীপক— যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই উভয় পদার্থের এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকে, অথবা যেখানে অনেক ক্রিয়ার একমাত্র কর্ত্তা দেখিতে পাওয়াযায় তথায় উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

"হায় সখি কেমনে বর্ণিব,
সেকান্তার কান্তি আমি? ....
অঞ্জিন রঞ্জিত আহা কতশত রঙে।
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাবিয়া ছায়ায়; কভুবা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নবলতিকার, সতি! দিতাম বিবাহ
তরু সহ। চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি,
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী জামাই বলি বরিতাম তারে।" মেঘনাদ।

এখানে এক "আমি" কর্ত্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অন্বয়হইল। তুল্য-যোগিতায় প্রস্তাবিত কিম্বা অপ্রস্তাবিতের মধ্যে একটীর সম্বন্ধ, দীপকে উভয়ের সম্বন্ধ। এইরূপ রূলায় উভয়ের ভেদ দুর্ব্বোধ্য নহে।

২৩। প্রতিবস্তূপমা— যেখানে, পদার্থদ্বয়ে উপমান উপমেয় ভাব না থাকিলেও পরস্পরের সাদৃশ্য স্পষ্টপ্রতীয়-মান হয়, এবং সাধারণ গুণক্রিয়ারূপধর্ম্ম এক রূপ হইলেও

বিভিন্ন আকারে বিন্যস্ত হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার বলে। ইহাতে সাদৃশ্য জ্ঞাপক কোনরূপ শব্দ থাকেনা। যথা —

ধন্য বলি দময়ন্তী! ধন্য তবগুণ
যেগুণে নলের মন করিলে হরণ
কৌমুদী জলধিজল করে আকর্ষণ,
তাহে কি বিচিত্র আর বলহ এখন।" অলকার।

এস্থলে দময়ন্তী ও কৌমুদীর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও পুনরুক্তিভয়ে ক্রিয়া ভিন্নাকারে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

২৪। দৃষ্টান্ত — যেস্থলে দুইটী বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, অথচ উভয়ের কার্য্য একরূপ নহে, তথায় উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা —

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি! চাঁদে কৈল রাহুর আহার।" বিদ্যাসুন্দর।

এখানে আহার প্রহার উভয় কার্য্য ভিন্ন হইলেও রাহু ও কোটালের নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাদৃশ্য সমান ভাবে বর্ণিত হইল, প্রতিবস্তূপমায় ধর্ম্মদ্বয়ের সাম্য এবং দৃষ্টান্তে তদ্বিপরীত থাকায় ভেদ সুগম হইল।

২৫। নিদর্শনা—যদি সাদৃশ্যহেতু এক বস্তুতে অন্যকোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিম্বা কার্য্য আরোপিত করাযায়.তাহাহইলে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা —

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজ বলে
কাতর. সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুল দল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" মেঘনাদ।
"কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার?" অলঙ্কার।

দৃষ্টান্তে কর্ত্তার ভিন্নতা আছে, নিদর্শনায় এক কর্ত্তা থাকিয়া উভয়ের সাদৃশ্য প্রকাশ করে, সেইজন্য ইহার ভেদ দুরূহ নহে।

২৬। ব্যতিরেক— উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ হইলে উল্লিখিত অলঙ্কার হয়। যথা—

"কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী
সিন্ধু অগ্নি রাহুমুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যাঁর যশে হয়ে অভিমানী॥" অন্নদামঙ্গল।

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥" বিদ্যাসুন্দর।

এখানে চন্দ্র উপমান, ইহার অপকর্ষ বর্ণিত হইল।

২৭। সহোক্তি—সহশব্দের বলে এক পদ উভয় অর্থের বাচক হইলে ঐরূপ অলঙ্কার হয়। যথা——

'বিকসিত কামিনী কুসুম তরুমূলে
বসিলাম চিন্তাসখীসহ কুতূহলে।" সদ্ভাবশতক।

এস্থলে সহ শব্দ না থাকিলে ও সহোক্তির স্থান বুঝিতে হইবে।

২৮। বিনোক্তি—বিনার্থ বাচক শব্দ প্রয়োগে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইলে উক্ত অলঙ্কারহয়। যথা—

"সরোজিনী বিনা সরঃ ভানু বিনা দিন
নিশাপতি বিনা নিশা হয় প্রভাহীন।"

"পঙ্ক বিনা প্রসন্ন যেখানে জলাশয়।
বিরহ বিহনে প্রেমে মগ্ন যুবদ্বয়॥
তিমির সঞ্চার বিনা প্রবর্ত্তে রজনী
কণ্টক বিটপী বিনা রমণীয় বনী॥" নিবাতকবচ।

নিরর্থক, নিষ্ফল ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগেও বিনোক্তি অলঙ্কার হয়, এইজন্য সূত্রে বিনার্থ বাচক শব্দ প্রদত্ত হইল।

২৯। সমাসোক্তি—যেখানে সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ অথবা সমান বিশেষণ দ্বারা কোন প্রকৃত বিষয়ে অন্য বস্তুর ব্যবহার সম্যক্ রূপে আরোপিত হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে। সমান কার্য্য যথা—

"হায়রে তোমারে কেন দুষি ভাগ্যবতী?
ভিখারিণী রাধা এবে তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর করে তিনি তব পাণি
সাগর বাসরে তব তাঁর সহ গতি!" ব্রজাঙ্গনাকাব্য।

সমানলিঙ্গ যথা— "দিবস হইল শেষ, শশধরে কমলেশ,
আপনার রাজ্যভার দিয়া।
সন্ধ্যা করিবার তরে, অন্দরে প্রবেশ করে,
স্বীয়জায়া ছায়াকে লইয়া॥
জগতের প্রজাগণে, বসিয়া সচিবাসনে,
দ্বিপ্রহর করিয়া শাসন।
যামিনীর প্রাণপতি, কাতর হইয়া অতি,
চলিলেন করিতে শয়ন॥" সুধীররঞ্জন।

সমান বিশেষণ যথা— "অতিশয় রাগভরে বিকসিত মুখী,
সূর্য্যকরে হয়ে স্পৃষ্ট পূর্ব্বদিগঙ্গনা।
বিগত তিমিরাবৃতি হয়েছে হেরিয়া,
যায় শশী অস্তাচলে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে॥" অলঙ্কার।

প্রথম পদ্যের মর্ম্ম এই যে, যিনি সখীসঙ্গিনী হইয়া পতিপার্শ্বে গমন করেন, তাঁহার সেই কার্য্য সম্যক্‌রূপে যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পদ্যে, সূর্য্য ও ছায়ার নায়ক নায়িকা ভাব বর্ণিত হইয়াছে, এবং রাজকীয় সম্বন্ধ প্রজাগণে, সূর্য্যে, চন্দ্রে, লিঙ্গসাম্যে আরোপিত হইয়াছে। তৃতীয় পদ্যে রাগ—রক্তিমা, অনুরাগ। বিকসিত—সুপ্রকাশিত, প্রফুল্ল।

কর— কিরণ, হস্ত। তিমিরাবৃতি— অন্ধকাররূপ আবরণ, নীলবস্ত্র। এই সকল বিশেষণ প্রকৃত বিষয়ে সমভাব ধারণ করিয়াছে। এই সকল কার্য্য, লিঙ্গ, বিশেষণ, একপদ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তাহা লিখিবার আবশ্যক বোধ করিনা।

৩০। পরিকর— অভিপ্রায় ব্যঞ্জক বিশেষণ দ্বারা কথোপকথনকে উক্ত অলঙ্কার বলে। যথা—

"মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার হস্তে এক গুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে ও বার্দ্ধক্যে গৃহিনীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু।" বঙ্গদর্শন।

৩১। অপ্রস্তুতপ্রশংসা—যেখানে বর্ণনীয় বিষয় গোপন করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনা করা হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

"সুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি।" অন্নদামঙ্গল।
"চাতকে যাচিলে জল হইয়ে কাতর
মৌনভাবে কভু কি থাকে জলধর।"

প্রথম পদ্যে নিমও চিনি হয়। চিনিও নিম হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, সময়ের গুণে অহিতকারীও হিতকারী হয়, আর হিতকারীও অহিতকারী হয়।

দ্বিতীয় পদ্যে যাচকের কাতরতাপূর্ণ আহ্বানে প্রকৃত দাতা লোক স্থির থাকিতে পারেন না। এইরূপ বর্ণনীয় বিষয় গোপন করায় উক্ত অলঙ্কার হইল। প্রস্তুত অর্থে প্রকৃত, অপ্রস্তুত অর্থে অপ্রকৃত।

৩২। ব্যাজস্তুতি—যেখানে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকরাহয় তথায়উক্ত অলঙ্কার বলে। যথা—

"শুন সভাজন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।" ইত্যাদি

"অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥" অন্নদামঙ্গল

এস্থলে নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি স্তুতিপ্রকাশ পাইল।

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা যথা – "বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে
আসছেন রাম নিজ আলয়ে।
শুনিয়া যতেক বালক সবে
আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে।
শুন হে কুমার! তোমারি আজ
কুলের উচিত হইল কাজ;
তব হে জনম অতি বিপুলে
ভুবন বিদিত অজের কুলে।
জনক দুহিতা বিবাহ করি
তাহাতে ভাসালে যশের তরি॥" উদ্ভট।

এখানে নিন্দাচ্ছলে অজ—ছাগ। জনক দুহিতা—ভগিনী।

৩৩। পর্য্যায়োক্ত—যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয় স্পষ্টরূপে উল্লিখিত নাথাকে অথচ বাক্যভঙ্গীদ্বারা তাহার বোধ হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা—

"কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই
মাটি কাটি ভপাসিতে চোর বলে সেই।
চোর ধরি নিজধন নাহি লয় কেবা
আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেবা।

এই রূপে দুজনে কথার প্যাঁচাপাঁচি
কি করি দুজনে করে মনে আঁচাআঁচি।
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ পাশে
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে।" বিদ্যাসুন্দর।

এখানে সখী উপলক্ষ মাত্র, সুন্দরকে জিজ্ঞাসা করাই বাক্যভঙ্গী। সূত্রে "স্পষ্টরূপে" বলায় পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারে বর্ণিতবিষয়ের কিছু প্রয়োজন থাকে, কিন্তু অপ্রস্তুত প্রশংসায় বর্ণিত বিষয়ের একেবারে প্রয়োজনের অভাব দৃষ্টহয় এইরূপ উভয়ের ভেদ।

৩৪। অর্থান্তরন্যাস—যেখানে সাধারণ ঘটনা দ্বারা কোন বিশেষ বিষয়ের অথবা বিশেষ ঘটনা দ্বারা সাধারণ বিষয়ের দৃঢ়তা সমর্থিত হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার বলে।

(সাধারণ ঘটনাদ্বারা বিশেষ ঘটনার সমর্থন)

যথা—" যদি ওহে প্রিয় সামান্য ক্ষত্রিয়
গৃহিনী হতো এ দাসী
তবে হেন রণ দুরাত্মা যবন
করিত কি হেতা আসি ;
পরিপূর্ণ খনি কত শত মণি
কে তার সন্ধান লয়
ধনি কণ্ঠ হারে নিরখি তাহারে
চোরের লালসা হয়॥" পদ্মিনী উপাখ্যান।

(বিশেষ ঘটনাদ্বারা সাধারণ ঘটনার সমর্থন)

যথা— " একা যায় বৰ্দ্ধমান করিয়া যতন
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।" বিদ্যাসুন্দর।

৩৫। কাব্যলিঙ্গ—এক বাক্য অপর বাক্যের অথবা এক পদার্থ অপরপদার্থের হেতু হইলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। যথা—

"সরোবরে বিকসিত কুমুদিনী ফুল
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল।
রাজহংস অত্যাচারে নাহি আর ভয়
মৃণাল আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয়।
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার
দিবাগমে পুনর্ব্বার হবে অন্ধকার।
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে
সময়ের গতি প্রতি কি বিশ্বাস আছে ?
যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ॥" রঙ্গলাল।

এস্থলে শশীর ম্লান হওয়া— সমগ্র পদার্থের হেতু হইল। অর্থান্তর ন্যাসে হেতুপদ না থাকিয়া বাক্যের সমর্থন হয়, এস্থলে তাহা নহে।

৩৬। অনুমান—বাক্য ভঙ্গীদ্বারা কারণ হইতে কার্য্যের যে জ্ঞান হয় তাহাকে উক্ত অলঙ্কার বলে। যথা—

" তব তেজপ্রাদুর্ভাবে করি অনুমান
দৈত্য আঁধারের আজি নিশা অবসান॥
মহেন্দ্রের দশশত নেত্রপদ্মবন
অবশ্য বিকাশ শোভা লভিবে এখন॥" নিবাতকবচ।

এখানে কারণ—তেজপ্রাদুর্ভাব, কার্য্য—বিকাশশোভা, এই কারণ হইতে কার্য্যের জ্ঞানে উক্ত অলঙ্কার হইল।

৩৭। অনুকূল—প্রতিকূলাচরণ যদি অনুকূল ভাবে পরিণত হয়, তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

" তুষিতে তোমায় প্রভু নানা বেশধরি
এজগতে জগদীশ যাতায়াত করি
ইথে যদি নাহি হয় সন্তোষ সঞ্চার
নিবার নিবার যাতায়াত বার বার।"

এখানে বার বার সংসারে যাতায়াত নিবৃত্ত হইলে মুক্তি লাভ হওয়া

বক্তার অনুকূল বুঝিতে হইবে।

৩৮। আক্ষেপ— চমৎকারিতা সম্পাদন মানসে কোন বিষয় বলিতে বলিতে সহসা নিষিদ্ধ হইলে উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা—

" কেনরে বিহীনদন্ত স্থবির বয়স
কেন নষ্ট দেহ কান্তি পক্ক শিরকেশ
কেন বা হয়রে মৃত্যু কেন বা জনম
দূর হোক এ কথা, কে বা করিবে শ্রবণ।" অলঙ্কার।

এস্থলে " দূরহোক " পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা বাক্য নিষিদ্ধ হওয়ায় উক্ত অলঙ্কার হইল।

৩৯। বিধ্যাভাস—যেখানে বিধিবাক্য নিষেধ রূপে পরিণত হয় সেখানে উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা—

" যাও যাও সুখী হও করি এই আশ
যেন তথা জন্ম হয় যথা তব বাস।" অলঙ্কার।

এস্থলে বক্তার এই অভিপ্রায় যে, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, অতএব তুমি যাইতে পারিবে না। এইরূপ নিষেধ হওয়ায় উক্ত অলঙ্কার হইল।

৪০। বিভাবনা—যেখানে কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

" আয়াশ নাহিক কিছু তব কটী তনু
ভূষণ নাহিক কিছু তবু শোভে তনু
ভয় বিনা তবু আঁখি সতত চঞ্চল
এসকল কেবল মাত্র যৌবনের ফল।" অলঙ্কার।

কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয়না, অতএব যৌবন কারণ, ইহা অদৃষ্ট রূপে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

৪১। বিশেষোক্তি—কারণ থাকিতে কার্য্যের অভাব হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

"যদি করি বিষ পাণ তথাপি না যায় প্রাণ
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তার
চিরজীবী করিল গোঁসাই॥" উদ্ভট।

এখানে মরণ-কার্য্য, তাহার অভাব হইয়াছে।

৪২। বিরোধাভাস—যেখানে শ্রবণমাত্র বিরোধের জ্ঞানহয়, তৎপরে মীমাংসা করিলে বিরোধ ভঞ্জন হইয়াযায় তথায় উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা—

"একি মনোহর দেখিতে সুন্দর
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা
গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে
কামমধুব্রত পালিকা।" বিদ্যাসুন্দর।

এখানে গুণশব্দটী শ্লিষ্ট, গুণশব্দে সূত্রও—সৌন্দর্য্যাদি, অর্থ বুঝিতে হইবে।

৪৩। অসঙ্গতি—একস্থানে কারণ অপরস্থানে তাহার কার্য্য হইলে উক্ত অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা—

"শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপালে দহে
আগুনের কপালে আগুন॥" অন্নদামঙ্গল।

৪৪। বিষম—পরস্পর বিসদৃশ—বস্তুদ্বয় সংঘটিত হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

রত্ন লাভ আশে সাগরে ডুবিনু
বিপরীত হলো তায়।
রত্ন নাহি মিলে দেহ ক্ষার জলে
জর জর মরি হায়॥" অলঙ্কার।

৪৫। সম—অনুরূপ যোগ্য বস্তুর পরস্পর সংঘটনে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"মেঘমুক্ত শশধরে যেমন আশ্রয় করে
নিরমল উজ্জ্বল কৌমুদী
সুপ্রশান্ত সুগভীর অনুরূপ পতি ধীর
সাগরে বরেন যথা নদী
সেইরূপ ইন্দুমতী স্বয়ম্বরে বুদ্ধিমতী
বরিলেন অজে নিজগুণে
এরূপ প্রশংসা করে পুরবাসী উচ্চৈঃস্বরে
শেলসম বাজে নৃপগণে।" অলঙ্কার।

৪৬। বিচিত্র — ইষ্টফল-প্রত্যাশায় অনিষ্টকর কার্য্য করিলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"উন্নত হইবে বলি নত হও আগে
দুঃখের শৃঙ্খল পর সুখ অনুরাগে
জীবন রক্ষার হেতু দিতে চাও প্রাণ
সম্মান রাখিতে আগে হও হতমান।" অলঙ্কার।

৪৭। অধিক—আধার বা আধেয়ের আধিক্য বুঝাইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"যাহার কুক্ষিতে বিশ্ব রহে তিলমানে
সেই হরি সিন্ধুগর্ভে বিন্দুমাত্র স্থানে।" অলঙ্কার।

৪৮। অন্যোন্য—বস্তুদ্বয় পরস্পর এক ক্রিয়ার কারণ হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"নিশাতে শশীর শোভা শশীতে নিশার
রাজাতে প্রজার সুখ প্রজায় রাজার।" অলঙ্কার।

৪৯। বিশেষ—আধার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধেয়ের বর্ণনা কিংবা একবস্তুর নানাস্থানে অবস্থিতি, অথবা যে কার্য্য করিলে অনেক কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে উক্ত অলঙ্কার কহে। আধেয় বর্ণন যথা—

"স্বর্গীয় কবিদিগের প্রভূত-গুণসম্পন্ন মনোমহন-কর সুমধুর বাক্য অদ্যাপি জগদ্বাসীর হৃদয়ে নব নব ভাব ধারণ করিয়া প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করিতেছে।

একের নানাস্থানে অবস্থিতি যথা—

"পর্ব্বতে সাগর বক্ষে গহন কাননে
অন্তক সদৃশ তোমা হেরে রিপুগণে।"

অনেক কার্য্যের উৎপত্তি যথা—

"নিষ্ঠুর যম এক তোমাকে সংহার করিয়া আমার কি সর্ব্বনাশ না করিল। তুমি আমার প্রণয়িনী, সুচতুর মন্ত্রী, অথচ প্রিয়সখী এবং নৃত্য-গীতাদি বিষয়ে প্রিয় শিষ্যা।" অলঙ্কার।

৫০। ব্যাঘাত—যে উপায়ে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই উপায়ে যদি কেহ তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তবে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে
নেত্রেই বাঁচায় যারা তারে কুতূহলে।
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়,
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয়॥" রসতরঙ্গিণী।

৫১। কারণমালা—পূর্ব্ববাক্য, পরবাক্যের কারণ হইলে ঐরূপ অলঙ্কার হয়। যথা—

বিদ্যা হতে জ্ঞান হয় জ্ঞানে হয় ভক্তি
ভক্তি হতে মুক্তি হয় এই সার যুক্তি।

৫২। একাবলী—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যের প্রতি পর পর বাক্য যদি বিশেষণরূপে স্থাপিত বা অপোহিত হয় তবে উক্ত অলঙ্কার বলে। যথা—

"মরি এই সরোবর কমল ভূষিত
কমল কুসুম সব ভৃঙ্গ সুশোভিত।
ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে সঙ্গীত চতুর
সঙ্গীত হরিছে মন, মূর্চ্ছনা মধুর॥" নিবাতকবচ।

অথবা—"তাহা জল নয় যে জলে পঙ্কজের শোভা নাই, সে পঙ্কজই নয় যে পঙ্কজে মধুকরের সৌন্দর্য্যনাই, সে মধুকর নয় যে মধুকর মধুর গুঞ্জন না করে, তাহার গুঞ্জনই নয় যে গুঞ্জন মন হরন করে না।" অলঙ্কার।

৫৩। সার—ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

সংসার ভিতরে সার যে বস্তু চেতন
চেতনের মধ্যে সার মনুষ্য হওন
মনুষ্যের সার সেই বিদ্যা আছে যার
পণ্ডিতমণ্ডলীমাঝে বিনয়ীই সার। উদ্ভট।

৫৪। যথাসংখ্য—পূর্ব্ব বর্ণিত পদার্থ সমূহের যথাক্রমে অন্বয় স্থাপন হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"তুমি ইন্দ্র, তুমিই চন্দ্র, তুমিই বায়ু, তুমিই বরুণ, তুমিই দিবাকর, তুমিই অগ্নি, এবং তুমিই যম। হে ইংরাজ দেখ কামান তোমার বজ্র; ইন্‌কম্‌ট্যাক্স তোমার কলঙ্ক; রেইলওয়ে তোমার জ্ঞান, সমুদ্র তোমার রাজ্য; তোমার আলোকে আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে; সমস্ত দ্রব্যই তোমার খাদ্য, আমাদিগের প্রাণনাশেও তোমার ক্ষমতা আছে, বিশেষ আমলাবর্গের; হে ইংরাজ, আমি তোমাকে প্রণাম করি॥" বঙ্গদর্শন।

৫৫। পরিবৃত্তি—বস্তু বিনিময় দ্বারা অপর বস্তু গ্রহণ করিলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া
ঘরে গেলা দোঁহে দোঁহা হৃদয় লইয়া।" বিদ্যাসুন্দর।

৫৬। পরিসংখ্যা— নিষেধান্ত কিংবা অনিষেধান্ত বাক্যের প্রশ্ন পূর্ব্বক অথবা অপ্রশ্ন পূর্ব্বক নিশ্চয় স্থির হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়।

প্রশ্ন পূর্ব্বক নিষেধান্ত যথা—লোকের ভূষণ কি ? যশ; ধনরত্ন নহে।

অপ্রশ্ন পূর্ব্বক নিষেধান্ত যথা—যশই লোকের ভূষণ, ধনরত্ন নহে।

প্রশ্নপূর্ব্বক অনিষেধান্ত যথা— কাহাকে চিন্তাকরা উচিত ? ভগবান্ বিষ্ণুকে।

অপ্রশ্ন পূর্ব্বক অনিষেধান্ত যথা—সর্ব্বদা ঈশ্বরে অনুরক্ত থাকিবে, তাঁহার দয়াই আত্মোন্নতির কারণ।

৫৭। অর্থাপত্তি—নিষিদ্ধার্থ প্রয়োগের দ্বারা নিষিদ্ধ কার্য্য সিদ্ধ হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

" আমি কি সেখানে যাবনা " এই বাক্যে যেতে পারি বা নিশ্চয় যাব, এই অর্থের আগমনকে অর্থাপত্তি কহে।

৫৮। বিকল্প— তুল্যবলসম্পন্ন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বাক্য ভঙ্গী দ্বারা একের উৎকর্ষ, অপর বলের অপকর্ষ হইলে উক্ত অলঙ্কার হয়। যথা—

"অদ্য আসিয়াছে কৌরব বীর
ধনু নম্র কর অথবা শির।
প্রাণ ছাড় কিংবা ছাড়হ মান,
অন্যথা তোদের না দেখি ত্রাণ॥ নিবাতকবচ।

৫৯। সমুচ্চয—একটী কারণ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইলেও যদি দুই কিংবা বহুকারণ সন্নিবেশিত হয়, তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

"ওহে মৃদু বায়ু! ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে, তোমার জন্ম মলয় পর্ব্বতে, তুমি দাক্ষিণ্যগুণবিশিষ্ট এবং গোদাবরী তোমার চিরপরিচিত, সতত জলে সিক্ত ও শীতল হইয়াও যদি তুমি উদ্দাম দাবাগ্নির ন্যায় আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধ কর, তবে মদমত্ত বনচর কোকিলকে কি বলিব। অলঙ্কার।

এখানে বিরহীর অঙ্গ দহন-নিষেধকার্য্য, একটী কারণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও বহু কারণ উক্ত হওয়ায় ঐরূপ অলঙ্কার হইল ।

৬০। প্রতীপ—প্রসিদ্ধ উপমানের যদি উপমেয়ত্ব কল্পনা করা হয়, তবে উক্ত অলঙ্কার হইবে। যথা—

তাহার সুন্দর হাসিভরা মুখ থাকিতে চন্দ্রের প্রয়োজন নাই, চঞ্চল নেত্রদ্বয় থাকিলে উৎপলের আবশ্যক করে না।

অথবা—ওহে বৎস কালকূট! তুমি মনে করো না যে, আমি উগ্র ও প্রাণহন্তা, তোমাপেক্ষা দুর্জ্জনের বাক্য এজগতে অনেক আছে। অলঙ্কার।

৬১। প্রত্যনীক— শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া শত্রুর উৎকর্ষ সাধক বস্তুকে তিরস্কার করিলে উক্ত অলঙ্কারহয়। —

যথা— "নলরাজের ক্ষীণ কটিদেশ আমার কটিকে জয় করিয়াছে, এই ভাবিয়া সিংহ নলের উন্নত স্কন্ধসদৃশ কতশত গজকুম্ভ বিদারণ করিয়াও প্রতি হিংসা সাধনে অদ্যাপি যত্নবান্ আছে। অলঙ্কার।

৬২। সূক্ষ্ম—যেখানে সূক্ষ্মার্থ, শরীরের ভাবভঙ্গী দ্বারা অথবা কোন সঙ্কেতদ্বারা প্রকটিত হয়, তথায় উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা—

"কোন নায়িকা নায়ককে বহুকালের পর দর্শন করিয়া হস্তস্থিত বিকসিত লীলাপদ্ম মুষ্টিমধ্যে পেশন পূর্ব্বক নিমীলিত করিল।" অলঙ্কার।

এই সঙ্কেতের অভিপ্রায় যে, রাত্রিকালে পদ্মের নিমীলন হয় সুতরাং রজনীতে তুমি আসিবে।

৬৩। ব্যাজোক্তি— প্রকাশোন্মুখ পদার্থের ছলক্রমে গোপন করাকে উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা—

ভয় উপজিল দানব গণে
শরীর ঘামিয়া কাঁপে সঘনে;
আঃ মার মার পামর নরে
হেন কহি তাহা গোপন করে। নিবাতকবচ।

এখানে ভয় নিমিত্ত শরীর কম্প ক্রোধের ছলে গোপন করিল।

৬৪। স্বভাবোক্তি— পদার্থ সমূহের প্রকৃত-রূপ-গুণাদির যথার্থ বর্ণনকে উক্ত অলঙ্কার কহে। যথা—

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতীফুল সৌরভ ছুটিল
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির
উঠশিশু মুখ ধোও পর নিজবেশ
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥ শিশুশিক্ষা।

প্রাচীন কবিগণ এই স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, স্বস্বরচিত গ্রন্থাদিতে ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অলঙ্কার

প্রত্যেক কাব্যে পূর্ণ মাত্রায় থাকা উচিত, কেননা মনের ভাব সৌন্দর্য্যের ভাব ও স্বাভাবিকভাব প্রকাশের নাম কবিত্ব।

৬৫। উদাত্ত—অলৌকিক সমৃদ্ধি বর্ণন অথবা যদি মহতের চরিত্র বর্ণনীয় বিষয়ের অঙ্গ হয় তাহা হইলে উক্ত অলঙ্কার কহে।

সমৃদ্ধি বর্ণন যথা— "যে নগরীতে গগনস্পর্শী চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত অট্টালিকা সমূহের জ্যোৎস্না সম্পর্কে ক্ষরিত জলে ধৌত হইয়া কেলীবন অশেষ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

মহতের চরিত্রবর্ণন যথা—"এই সমুদ্রের মাহাত্ম্য অলৌকিক, কল্পান্তে যাঁহার বিকসিত নাভিপদ্মে সুখোপবিষ্ট হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা নিয়ত যাঁহাকে স্তুতি করেন, সেই যোগনিদ্রাশায়ী পুরুষপ্রধান নারায়ণ সমস্ত জগৎ সংহরণ করিয়া ঐ সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন।" অলঙ্কার।

এখানে নারায়ণের চরিত, সমুদ্রবর্ণনার অঙ্গ হইল। এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে দুই কিংবা বহু অলঙ্কার যেখানে নিরপেক্ষভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে তথায় সংসৃষ্টি অলঙ্কার বুঝিতে হইবে। আর যেখানে পরস্পরের অপেক্ষা থাকিয়া সন্নিবিষ্ট হয় তথায় সঙ্কর অলঙ্কার বলিয়া থাকে।

অলঙ্কার পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ছন্দপরিচ্ছেদ।

চরণ বা পাদ।

শ্লোকের এক এক অংশকে চরণ বা পাদ বলে, কোন কোন শ্লোক দুই চরণে হয়, কোন কোন শ্লোক তিন চরণে ও চারি চরণে গ্রথিত হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে চরণ বা পাদের এক এক অংশকে পদ বলে, কোন কোন শ্লোকে তিন পদ হইতে ১৪পদ পর্য্যন্ত দেখাযায়।

গুরু, লঘু ও মাত্রা।

আ. ঈ. ঊ, ৠ, এ, ঐ. ও, ঔ, এবং সংযুক্ত বর্ণ পরে থাকিলে তাহার আদি বর্ণ গুরু বা দীর্ঘস্বর বলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আর আর সকল লঘুস্বর বুঝিতে হইবে। গুরুবর্ণের ২ মাত্রা ও লঘুবর্ণের ১ মাত্রা হইয়া থাকে।

যত বা যতি ও মিত্রাক্ষর।

পড়িবার সময় নিঃশ্বাসের বিশ্রামস্থানকে যত বা যতি কহে। বঙ্গভাষায় হসন্ত অক্ষরো সংখ্যামধ্যে গণ্য হইবে ও ছন্দের শেষে মিল থাকিলে মিত্রাক্ষর বলিয়া থাকে।

১। পয়ার—এই ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধে ১৪ও পরার্দ্ধে ১৪টী অক্ষর থাকে, সর্ব্বসমেত ২৮টী অক্ষর হইবে এবং ৮অক্ষরে ও ৬অক্ষরে যতি পড়িবে, পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধের শেষে মিত্রাক্ষর হইবে। যথা—

শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার
বরুজ হইতে পড়ে, গোলা একধার।" পদ্মিনী।

২। ভঙ্গপয়ার—ইহার প্রথম চরণে ৮অক্ষর, দ্বিতীয় চরণে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। তৃতীয় চরণে ৮অক্ষর, চতুর্থ চরণে ৬অক্ষর হইয়া থাকে। শেষ চরণে মিত্রাক্ষর হইবে। যথা—

শুনি সভাজন কয়, শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয়॥" বিদ্যাসুন্দর।

৩। তরলপয়ার—পূর্ব্বোক্ত পয়ারের মত অবিকল হইবে কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় পদ চারি চারি বর্ণে ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে থাকিবে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ৬অক্ষরে ও শেষে মিত্রবর্ণে রচিত হয়। যথা—

"বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা, মনোলোভা অতি চমৎকার॥"
কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।

৪। রঙ্গিল পয়ার— ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে ৮ অক্ষরে যতি পড়িবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ৭ অক্ষরে মিত্রবর্ণ হইবে।

"পরের পাইলে দোষ. কোন মতে ছাড়না
আপন কুনীতি প্রতি, নাহিমাত্র তাড়না।" প্রভাকর।

৫। বিশাখ পয়ার— এই ছন্দের ৮ অক্ষরে, ৭ অক্ষরে ও ৬ অক্ষরে

যতি পড়িবে এবং সপ্তাক্ষরীপদের শেষাক্ষর বিনা ষষ্ঠ্ অক্ষরীপদে পুনরাবৃত্তি হইবে। পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে ৩টী করিয়া পদ থাকে। যথা—

স্বার্থক জীবন আর, বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেইকরে, দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥" পদ্মিনী। -

৬। ত্রিপদীপয়ার—এইছন্দে তিনটী পদ হইবে, প্রত্যেকপদে যতি পড়িবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পদে চারিটী করিয়া ৮টীঅক্ষর হইবে এবং শেষ পদে ৭টী অক্ষর থাকিবে ও পয়ারের মত শেষবর্ণে মিল থাকিবে।

যথা— মহাদেব মহাবেশ, ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥" দশমহাবিদ্যা।

৭। দ্রুতললিতপয়ার—এইছন্দে দুইচরণে চারিটী পদ থাকিবে প্রত্যেক পদ ৭অক্ষরে রচিত ও পয়ারের মত শেষবর্ণে মিল থাকিবে।

যথা— মহাঋষি নারদ, পুলকিত হরষে
অনিমেষ লোচনে নিরখিছে অবশে॥" দশমহাবিদ্যা।

৮। লঘুভঙ্গপয়ার—এইছন্দে দুইচরণে ৮টী পদ হইবে প্রথমার্দ্ধের ও উত্তরার্দ্ধের প্রথম পদ হইতে তৃতীয় পদ পর্য্যন্ত চারিটী করিয়া অক্ষরে যতি পড়িবে ও শেষপদের তৃতীয় অক্ষরে পয়ারের মত মিল থাকিবে। সর্ব্বসমেত ১৬টী অক্ষর হইবে।

"সচেতন, অচেতন, যত আছে, নিখিলে
কৃমি কীট, প্রাণীকায়া জনমে সে, কল্লোলে॥"
দশমহাবিদ্যা।

৯। ত্রিপদী- এইছন্দে তিনটী করিয়া পদ থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরস্পর মিল থাকে আবার কোন কোন স্থানে মিল থাকেনা, তৃতীয় পদ যুগ্ম চরণের তৃতীয়পদের সহিত মিলিবে ও শেষপদে সকল পদের অপেক্ষায় অক্ষর অধিক হইবে। ইহা দীর্ঘ ও লঘু ভেদে দুইপ্রকার হইয়াথাকে।

১০। লঘুত্রিপদী— ইহার প্রত্যেক চরণে ২০টী অক্ষর, সর্ব্বসমেত ৪০টী অক্ষর হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টী করিয়া ১২টী এবং তৃতীয় পদে ৮টী অক্ষর থাকে এবং শেষ পদে ২অক্ষর অধিক বসিবে। যথা—

"শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নির্ব্বন্ধ
আইলা নারদ মুনি।

কমল লোচন আজি দেবগণ
পরম আনন্দ শুনি ॥” অন্নদামঙ্গল।

১১। দীর্ঘত্রিপদী—এই ছন্দে ৫২টী অক্ষর থাকে, প্রথমার্দ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৮টী করিয়া ১৬টী অক্ষর বসিবে ও শেষার্দ্ধে ২অক্ষর অধিক হইবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধেও এইরূপ থাকিবে। যথা—

“কাশী মাঝে ত্রিলোচন লয়ে যত দেবগণ
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মন্দিরে।
করিয়া তপস্যা ঘোর পূজা প্রকাশিল মোর
অন্নেপূর্ণ করিনু ভূমিরে॥ মানসিংহ।

১২। ভঙ্গ ত্রিপদী—এই ছন্দে ৫টী পদ থাকে, ইহার প্রথমার্দ্ধ দুই যতিতে সম্পূর্ণ ও শেষ বর্ণে মিল থাকে। অপরার্দ্ধ দীর্ঘত্রিপদীর ন্যায়, কিন্তু ইহার শেষপদের সহিত প্রথমার্দ্ধের উভয় চরণের অক্ষর সংখ্যায় ও শেষবর্ণে মিল থাকিবে। যথা—

‘চল সবে চোর ধরি গিয়া
রমণী মণ্ডল ফাঁদদিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয়লাজ সকলে কর হে সাজ
সে বড় লম্পট কপটিয়া॥” বিদ্যাসুন্দর।

১৩। ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী—এই ছন্দ ৩৬টী অক্ষরে রচিত, পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। উত্তরার্দ্ধ লঘু ত্রিপদীর ন্যায়, কিন্তু শেষপদে পূর্ব্বার্দ্ধের উভয় চরণের অক্ষর সংখ্যায় ও শেষবর্ণে মিল থাকে। যথা—

মালিনী কিল খাইয়া
বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন মারিলি তেমন
পাইবি তাহার কিয়া॥” বিদ্যাসুন্দর।

১৪। ভঙ্গদীর্ঘত্রিপদী— এই ছন্দে ভঙ্গলঘুত্রিপদী অপেক্ষা প্রত্যেক পদে দুইটী অক্ষর অধিক হইবে। আর কোন প্রভেদনাই। যথা—

“বাদলের বারিধারা প্রায়
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকেবাণ হয়ে শত শত খান
অবিরত পড়িছে ধরায়॥” পদ্মিনী।

১৫। তরল ত্রিপদী—এই ছন্দে ৪২টী অক্ষর থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে ৬টী করিয়া অক্ষরে যতি পড়ে ও শেষপদে ৯টী অক্ষর থাকে। যথা—

কহিতে কহিতে, দেখিতে দেখিতে
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে।
সুখ সমুদয় হইল উদয়
কহিব কি তায় কায় রে॥"

১৬। ধীর ললিত ত্রিপদী—এই ছন্দে ৪টী চরণ থাকে, প্রথম ও তৃতীয় চরণের আট আট অক্ষরে যতি ও শেষ অক্ষরে মিল থাকিবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর বসিবে ও উভয় চরণের শেষে মিল থাকিবে। যথা—

"ত্রিগুণে যে গুণময় যাহতে এ সমুদয়,
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহিআন, সপ্তমে তুলিয়া তান,
নারদ মনোমতধ্বনি বীণা বাজায়॥" দশমহাবিদ্যা।

এই ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে পঞ্চদশ অক্ষর হইলে ললিত দীর্ঘ ত্রিপদী হইবে।

১৭। হীনপদ ত্রিপদী—এই ছন্দে ৫টীপদ থাকে, প্রত্যেক পদে যতি পতিত হয়। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম দুইপদ থাকে না কেবল শেষ পদটী থাকে। ইহা দীর্ঘ লঘু ভেদে বহু অক্ষর ও অল্পাক্ষরে রচিত হয়।

যথা—"রাজা কহে শুনরে কোটাল।
নিমক হারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল॥" বিদ্যাসুন্দর।

১৮। চৌপদী—এই ছন্দের প্রথমার্দ্ধে ৪টী পদ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৪টী পদ থাকে, ইহার প্রত্যেক পদে যতি পতিতহয় এবং প্রথমার্দ্ধের ৪র্থপদে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৪র্থ পদে অক্ষর সংখ্যায় অল্প ও তৃতীয় পদের শেষবর্ণে পর্য্যন্ত মিলথাকে। এইছন্দ দীর্ঘ ও লঘু ভেদে বহু অক্ষর ও অল্পাক্ষরে প্রথিতহয়।

লঘুযথা—"কি মেরু শিখর কিবা বিধুবর,
বিবেচনা কর, কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এদেখি সচল,
শশাঙ্ক সমল সকলে বলে॥"

দীর্ঘ যথা—'বাসনা করয়ে মন পাইয়ে কুবের ধন
সদা করি বিতরণ তুমি যত আসনা।
আশ নাই আরোচাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই
ক্ষুধামাত্র সুধাখাই মনেকরি ফাঁসনা॥" বাসনা।

১৯। বিশাখ চৌপদী—ইহার প্রথমার্দ্ধে ৫টী করিয়া পদথাকে, দ্বিতীয়ার্দ্ধেও ঐরূপ হইবে। ইহাদের সকল পদে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে চতুর্থ পদে ৭টী অক্ষর ও পঞ্চমপদে চতুর্থ পদ অপেক্ষায় শেষ অক্ষর একটী কম থাকিবে ও পুনরাবৃত্তি হইবে। শেষের দুই পদ ভিন্ন আর তিন পদের শেষে মিল থাকিবে।

ইহাও লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে। দীর্ঘ বিশাখ চৌপদীতে ৫টী করিয়া পদ থাকে ও প্রত্যেক পদে সমান অক্ষর হইবে ও পুনরাবৃত্তি থাকিবেনা।

লঘুযথা—"বালাহোয়ে আলাসর, কেমনে বাঁচিয়া রয়,
কারোমনে নাহি হয়, দয়া একটুকু গো
দয়া একটুকু।
নিদয়হৃদয় বিধি, এভার কেমন বিধি,
দিয়ে হোরে নিলনিধি, হইয়া বিমুখ গো,
হইয়া বিমুখ॥" প্রভাকর।

দীর্ঘ বিশাখ চৌপদী, বিদ্যাসুন্দরে কর্দ্দোর ক্ষথে দ্রষ্টব্য। ইহাকেও অভঙ্গ চৌপদী বলিয়া থাকে।

২০। পঞ্চপদী—এইছন্দে ৫টী চরণ থাকে, প্রথম চারি চরণে ৮টী করিয়া অক্ষর দৃষ্ট হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষবর্ণে মিলথাকে, শেষ চরণে ১৪টী অক্ষর হইবে ও অপর পদ্যের শেষ চরণের সহিত মিলিবে। যথা——

যে আনন্দে আছতোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখী তুমি কর দান
তাহলে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতা তরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

২১। ষট্পদী—এই ছন্দের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণে ১৫অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৬অক্ষর থাকিবে ও শেষ চরণদ্বয়ের

অন্ত অক্ষরে মিল থাকিবে ; এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বাপর চরণ শেষবর্ণে মিল হইবে।

যথা— "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয়রে।
তারে ত পাবার নয় তবু কেন মনে হয়
জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিবাইরে
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে॥" কবিতাবলী।

২২। সপ্তপদী—এই ছন্দ অবিকল ষট্‌পদীর ন্যায় কিন্তু বিশেষ এইযে তৃতীয় চরণের শেষে ঐরূপ আর এক চরণ বসিবে এবং ১৫ অক্ষরের স্থানে ১৪অক্ষর হইবে। যথা—

"ডাক্‌রে বিহগ তুই ডাক্‌রে চতুর
ত্যজে শুধু সেইনাম পুরা তোর মনস্কাম
শিখেছিস আর যত বোল সুমধুর
ডাক্‌রে আবার ডাক মনোহর সুর।
না শুনে আমার কথা ত্যজে কুসুমিতলতা
উঠিল গগনপথে বিহগ চতুর
কেআর শুনাবে মোরে সেনাম মধুর॥" কবিতাবলী।

২৩। অষ্টপদী—এইছন্দ ৮টী চরণে নিবদ্ধ, ইহার তৃতীয় ও পঞ্চম চরণে একাদশ অক্ষর থাকিবে এবং চরণের শেষ বর্ণে মিল হইবে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক চরণে ১২অক্ষর ও চরণের শেষবর্ণে মিত্রাক্ষর হইবে। এইছন্দের চতুর্থ ও অষ্টম চরণে মিল দেখাযায়।

"কোন মহামতি মানব সন্তান
বুঝিতে বিধির শাসন বিধান
অধীর হইলা বাসনানলে?
অবনী ত্যজিয়া অমর আলয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতা নিচয়ে
দেব পুরন্দর রবি হুতাশন
বায়ু হরি হর মরাল বাহন
কোথবে ভাসিছে কারণ জলে॥" কবিতাবলী।

২৪। নবপদী—এইবৃত্তে ৯টী চরণ থাকে, প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তম চরণে ১৬টী করিয়া অক্ষর বসিবে, প্রত্যেক অষ্টাক্ষরী পদের শেষবর্ণে যতি ও

মিল থাকিবে, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর বসিবে ও পর পর দুই দুই চরণের শেষ বর্ণে মিল হইবে। যথা –

"কে তোমারে তরুবর ক'রে এত মনোহর
রাখিল এধবাতলে ধরা ধন্যকরে ?
এ তশোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ?
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরেথর
বিরাজে শাখার পর সদা হাস্যভরে-
সিন্দুরের ঝারা হেন বিটপী উপরে
মরি কিবা মনোলোভা ছড়ায়ে রয়েছে শোভা
আভা জেন উথলিযা পড়িছে অম্বরে
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী ভিতরে।" কবিতাবলী।

২৫। ভঙ্গনবপদী—নবপদীতে যেরূপ নিয়ম বলা হইয়াছে, এই ছন্দে অবিকল সেইরূপ হইবে, এইমাত্র বিশেষ যে, প্রথম চরণটী দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে বসিবে। যথা——

"লজ্জাবতী লতা উটী অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নহে তত মনো লোভা
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর
যায়না কাহারো পাশে, মানমর্য্যাদার আশে
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর
লজ্জাবতীলতা উটী হায় কি সুন্দর
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়
নাজানি কতই ওর কোঁমল অন্তর
এ হেন লতার হায় কে জানে আদর।" কবিতাবলী।

২৬। দশপদী—এইছন্দে ১০টী চরণ থাকে, পঞ্চম ও দশম চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর হইবে ও উভয়ের শেষ বর্ণে মিল থাকিবে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর হইবে এবং দুই দুই চরণের শেষবর্ণে মিল থাকিবে।

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি
দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিত মণ্ডলী
একি ভয়ঙ্কর বিশ্ব চরাচর
সোম, শুক্র, বুধ; যষ্ঠী শনৈশ্চর

বিদ্যুৎ অনলে হবে বিনাশ।
আকাশের গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুদয়
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ॥" কবিতাবলী।

২৭। একাদশ পদী—এই বৃত্তে ১১টী চরণ থাকে; তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম চরণে আট আট অক্ষরে যতি পড়িবে ও শেষ বর্ণে মিল থাকিবে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর বসিবে ও পয়ারের মত যুগ্ম চরণের শেষবর্ণে মিল হইবে। যথা——

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল?
বলবীর্য্য পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবেরদল
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ অবনীতে অপরূপ,
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল
প্রাচীন মিসরবাসী কোথা সে সকল?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ অবনীতে অপরূপ
কোথাতারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল,
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল॥" কবিতাবলী।

২৮। দ্বাদশ পদী— একাদশপদীতে যে নিয়ম বলা হইয়াছে তন্মধ্যে বিশেষ এইযে, তৃতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও দশম চরণে আট আট অক্ষরে যতি পড়িবে ও শেষবর্ণে মিল থাকিবে। যথা—

"সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুলমন
অই মৃণালের মত হায়কি সকলি!
রাজা রাজমন্ত্রীলীলা; বলবীর্য্য স্রোতঃশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি!
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহিকি নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী?

লতা, পশু, পক্ষীসব, মানবেরো পরাক্রম,
জ্ঞান বুদ্ধি যন্ত্রবলে বাঁধা কি শিকলি ?
অই মৃণালের মত, হায় কি সকলি।" কবিতাবলী।

২৯। ত্রয়োদশপদী— একাদশপদীতে যেমন হইয়াছে অবিকল সেইরূপ হইবে, অধিকন্তু পয়ারের ন্যায় আরো দুই চরণ, শেষ চরণের শেষে বসিবে। যথা—

"তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী জননী,
কমল কুসুম-আভা প্রফুল্ল বদনী।
এত দিনে বুঝি সতী, ফিরিল কালের গতি,
হ'ল বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি !
সভ্যজাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি !
হলো যবে মহীতলে, রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল করে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচির যৌবনী।
ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে
শিল্পনীতি নৃত্যগীত চকিত অবনী—
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী জননী।
বুঝিবা প'ড়লে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।" কবিতাবলী।

৩০। চতুর্দ্দশপদী— এইছন্দে ১৪টীচরণ থাকে, ইহা সব পয়ারের মত কিন্তু প্রথম ও তৃতীয়চরণে, দ্বিতীয় ও চতুর্থচরণে, পঞ্চম ও সপ্তম চরণে, ষষ্ঠ ও অষ্টম চরণে, নবম ও একাদশচরণে, দশম ও দ্বাদশচরণে একাদশ ও ত্রয়োদশচরণে, দ্বাদশ ও চতুর্দ্দশচরণের শেষবর্ণে মিল থাকিবে।

যথা——'যেওনা রজনি, আজি লয়ে তারাদলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !
বার মাস তিতি সতি ! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি তোমায় আমি। কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটী দিনেতে, কহ, লো তারাকুন্তলে !
এ দীর্ঘ বিরহজ্বালা এ মন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার, শুনিতেছি বাণী

স্নিগ্ধতম এ দৃষ্টিতে, এ কর্ণ কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে. আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি ! কহিলা কাতরে—
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী। " কবিতাবলী।

৩১। ললিত— এই ছন্দ অবিকল চৌপদীর মত, প্রভেদ এই যে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের তৃতীয় পদের শেষ বর্ণে মিল থাকেনা। ইহাদীর্ঘ ও লঘুভেদে দুই প্রকার হয়। দীর্ঘ যথা—

"নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল বদি,
নিজপতিভিনা কভু, অন্যজনে চায়না
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা, অন্যদিকে ধায়না।"

৩২। একাবলী—এই ছন্দ পয়ারের ন্যায় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অক্ষরে রচিত হয়। একাদশাক্ষরা, দ্বাদশাক্ষরা ও ত্রয়োদশাক্ষরা একাবলী বলিয়া অভিহিত আছে। ত্রয়োদশাক্ষরা যথা—

"আনন্দ গদগদ নারদ মাতিল।
তন্ত্রী তুলিয়া, তার মার্জ্জিত করিল।" দশমহাবিদ্যা।

৩৩। গজপতি—এই ছন্দে ৫টী চরণ থাকে, প্রথম দুই চরণ পয়ারের মত, তৃতীয় চরণের আট অক্ষরে যতি ও শেষবর্ণে মিত্রাক্ষর হইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম চরণ, পূর্ব্বোক্ত পয়ারের ন্যায় অবিকল হইবে। এইছন্দে সর্ব্ব সমেত ৪৮ অক্ষর থাকিবে। যথা—

" ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার !
অই শুন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার !
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে,
উঠিল পুরিয়া দিক প্রাণী হাহাকার !
বাজিল অকাল ভেরী বাজিল আবার ॥" কবিতাবলী।

৩৪। অমিত্রাক্ষর—এই ছন্দ পয়ারের ন্যায় চতুর্দ্দশ অক্ষরে রচিত, ইহার শেষবর্ণে মিলথাকে না, অষ্টাক্ষরে পয়ারেরমত যথাসম্ভব যতিপড়িবে।

যথা—"একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে

কহ তুমি, — কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুল রাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা॥" বীরাঙ্গনা।

৩৫। মালঝাঁপ—এই ছন্দ অবিকল পয়ারের মত, কিন্তু ইহার প্রত্যেক চরণের চারি চারি অক্ষরে যতি ও মিত্রাক্ষর হইবে। অবশিষ্ট দুইবর্ণের শেষবর্ণ, পরচরণের শেষবর্ণের সহিত মিত্রাক্ষর হইবে। যথা—

"কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্যক্ষীণ, কুচপীন, শশহীন শশী।
আস্যবর, হাস্যোদর, বিম্বাধর রাশি॥
নাসা তুল, তিল ফুল, চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্ সৃষ্টি, সুধা বৃষ্টি, লোল দৃষ্টি বিষ॥
দন্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দ কলি মাঝে
ভুরু অনু, কাম ধনু, হেমতনু সাজে। কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।

৩৬। কুসুম মালিকা—এই ছন্দে পয়ার অপেক্ষা দুই অক্ষর অধিক থাকে, ইহার প্রত্যেক অষ্টম অক্ষরে যতি পড়িবে এবং সকল পদের শেষ বর্ণের সহিত মিল থাকিবে। যথা—

"যত ফুটিছে নলিন, কত ছুটিছে অলিন।
মধু লুটিছে বলিন, পরে উটিছে পুলিন॥" বাসবদত্তা।

৩৭। তোটক—এই ছন্দে দুইটী চরণ থাকে, প্রত্যেক চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর এবং তৃতীয় বর্ণ গুরু হয়, ইহার ৬অক্ষরে যতি পড়িবে ও উভয় চরণের শেষবর্ণে মিল থাকিবে। যথা—

"রতি রঙ্গরণে মজিলা দুজনে।
দ্বিজভারত তোটক ছন্দেভণে॥" বিদ্যাসুন্দর।

৩৮। ভুজঙ্গ প্রয়াত—এই ছন্দে দুইটী চরণ থাকে, প্রত্যেক চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর বসিবে। উভয় চরণের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ লঘুস্বর বিশিষ্ট হয় ও চরণ দ্বয়ের শেষে মিত্রাক্ষর বসিবে। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু হইয়া থাকে। যথা—

'অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে॥" অন্নদামঙ্গল।

৩৯। তুণক—এইছন্দ ত্রিপদী পয়ারের ন্যায় অবিকল হইবে প্রভেদ এইযে, প্রথম ও দ্বিতীয় পদের চতুর্থ অক্ষরে মিত্রাক্ষর হয় ও উভয় চরণের শেষবর্ণে মিল থাকে। যথা——

ভূত নাথ ভূত সাথ
দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষঃ লক্ষ লক্ষ
অট্ট অট্ট হাসিছে॥" অন্নদামঙ্গল।

৪০। লতিকাপদী—এইছন্দে দুইটী চরণ থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের একাদশ অক্ষরে যতি পড়িবে এবং উভয় চরণের শেষে নবম অক্ষরে মিত্রাক্ষর হইবে। এইছন্দে সর্ব্বসমেত ৪০টী অক্ষর বসে। যথা——

চেতন পাইয়া চেতনানন্দ নারদ সঙ্গীত শ্রবণে।
ঈষৎ হসিত অধর মণ্ডিত কহেন সুধীর বচনে॥"

৪১। ক্রৌঞ্চপদী—ইহাতে চারিটী চরণ থাকে প্রত্যেক চরণে ২৫টী করিয়া অক্ষর হইবে তন্মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম; দশম ও পঞ্চবিংশ বর্ণ গুরুস্বর বিশিষ্ট হইবে। পঞ্চম ও দশম অক্ষরে যতি পড়িবে। যথা—

নাগর কুঞ্জে নাকর নিন্দা
তিনি নিখিল ভুবন পতি গতি চরমে
ভক্ত সমাজে, পালন জন্যে,
জনম লভিল নরবপু ধরি জগতে
যাদৃশ ভাবে. ভাবুক ভাবে,
প্রণয় ভকতি রিপুমতি যুত ভজনে
তাদৃশ বেশে, মাধব তারে,
হিতকর হয় ভবজলনিধি তরণে॥"

৪২। রুচিরা—এইছন্দে চারিটী চরণ থাকে; প্রত্যেক চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর বসিবে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ণ গুরুস্বরযুক্ত হইবে। চরণের চতুর্থ ও নবম অক্ষরে যতি পড়িবে।

যথা—"কুবাসনা, খল হৃদয়ে, সদা রহে
মহাসুখী, সুজনগণের পীড়নে।

প্রবঞ্চকে, কথন করে কি ভাবনা,
অকারণে সরল মনে দিতে ব্যথা॥" ছন্দকুসুম।

৪৩। চম্পককলিকা—এইছন্দে দুইটী করিয়া চরণ থাকে, প্রত্যেক চরণে ২২টী করিয়া অক্ষর বসিবে। চতুর্থ, অষ্টম, পঞ্চদশ অক্ষরে যতি পড়িবে। এই যতি যুক্ত তৃতীয় অংশ, শেষে পুনরাবৃত্ত হইবে।

যথা—"দয়াময়, তোমাবিনা, আরকিছু চাইনে, আরকিছু চাইনে।
ভবনায়, সুধাবিনা, আর কিছু খাইনে আরকিছু খাইনে॥
চিরকাল, খেটেমরি, নাহি পাই যাইনে, নাহি পাই যাইনে।
বিনামুল্যে, কিনেলবে, লিখেছ কি আইনে, লিখেছ কি আইনে॥"
প্রভাকর।

৪৪। পজ্ঝটিকা—এইছন্দের দুইটী চরণ থাকে, প্রত্যেক চরণে ১৬টী করিয়া মাত্রা বসিবে।

অন্তরে অঙ্কিত তার মুরতি।
সরসে বিম্বিত যেন নিশাপতি।

৪৫। অনুষ্টুপ—এইছন্দের দুইটী চরণ থাকে, প্রত্যেক ছন্দে দুইটী করিয়া ৪টী পদ বসিবে। এই চারিপদের পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু. এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের সপ্তম বর্ণ লঘু হওয়া উচিত।

যথা— আইল নৃপপালিকা বাজিল করতালিকা।
দোলত ফুল মালিকা সা মনসিজ নালিকা॥" অলকার।

ছন্দপরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

—•⊙•—